১৮৬
৯২

নফল ও নিয়্যাত

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

নফল ও নিয়্যাত

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

মোবাইল- ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

-ঃ পরিবেশনায় ঃ-

রেজবী খাযানা

ইসলামপুর কলেজ রোড জলট্যাঙ্কীর সদর গেট

ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক-
মোহাম্মদ ওর্‌ফ ইমরান উদ্দীন রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড
মুর্শিদাবাদ

প্রথম সংস্করণ-২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৯

বিনিময় মূল্য- ২৫
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

কলিকাতায় একমাত্র পরিবেশক

ইম্প্রিয়াল বুক হাউস

৫৬ নং কলেক স্ট্রীট

কলিকাতা

লেখকের সমস্ত বই পুস্তক পাইবার জন্য সরাসরি লেখকের সহিত যোগাযোগ করিবেন। বই বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় রহিয়াছে।

বিঃ দ্রঃ- বিনা অনুমতিতে ছাপাইলে সমস্ত ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) — কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(২) — মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
(৩) — সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) — সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৫) — দুয়ায় মুস্তফা
(৬) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৭) — 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৮) — সেই মহানায়ক কে?
(৯) — কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১০) — তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১১) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১২) — 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৩) — 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৪) — মাসায়েলে কুরবানী
(১৫) — হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৬) — নারীদের প্রতি এক কলম
(১৭) — সম্পাদকের তিন কলম
(১৮) — সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৯) — 'সুন্নী কলম' পত্রিকা — তিনটি সংখ্যা
(২০) — তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২১) — নফল ও নিয়্যাত
(২২) — দাফনের পূর্বাপর
(২৩) — 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২৪) — বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৫) — ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
(২৬) — ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(২৭) — দাফনের পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	তাহিয়্যাতুল অজু	৬
২।	তাহিয়্যাতুল মসজিদ	৬
৩।	ইশরাকের নামাজ	৭
৪।	চাশ্‌তের নামাজ	৮
৫।	আওয়াবীনের নামাজ	৯
৬।	তাহাজ্জুদের নামাজ	১০
৭।	ইস্তেখারার নামাজ	১২
৮।	সলাতুত্ তাসবীহ	১৩
৯।	সলাতুল হাজাত	১৫
১০।	সলাতুল আসরার	১৬
১১।	তওবার নামাজ	১৭
১২।	সলাতে ফতিমাহ রাদী আল্লাহু আনহা	১৮
১৩।	'হিফজুল ঈমান' এর নামাজ	১৯
১৪।	'কাশফুল আরওয়াহ' এর নামাজ	২০
১৫।	মুহার্রামুল হারামের প্রথম রজনী	২১
১৬।	শবে আশুরার নামাজ	২১
১৭।	মুহার্রমের খিচুড়ী ও শবে বরাতের হালুয়া	২৩
১৮।	রজব মাসের নফল নামাজ	২৪
১৯।	শবে বরাতের নামাজ	২৬
২০।	শবে ক্বদরের নামাজ	২৭
২১।	রমযানুল মুবারকের নফল	২৮
২২।	'তারাবীহ' এর নামাজ	২৯
২৩।	বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	৩১
২৪।	ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার নামাজ	৩৪
২৫।	'সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহন' এর নামাজ	৩৬
২৬।	ইস্তিস্কার নামাজ	৩৭
২৭।	ইহ্‌রামের নামাজ	৩৮
২৮।	ত্বয়াফের নামাজ	৩৯
২৯।	জানাজার নামাজ	৩৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০।	কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো সুন্নাত	৪৫
৩১।	দাফনের পর	৪৬
৩২।	দাফনের পর আজান মুস্তাহাব	৫১
৩৩।	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়্যাত	৫২
৩৪।	ফাতিহায় সিলসিলা	৫৮
৩৫।	শাজারাহ শরীফ	৫৮
৩৬।	দরূদে গওসিয়াহ	৬০
৩৭।	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ	৬০
৩৮।	নাফী ও ইসবাতের জিকির	৬১
৩৯।	উচ্চ স্বরে জিকির করিবার নিয়ম	৬১
৪০।	সালামে রেজা	৬২
৪১।	রেজবী মুনাজাত	৬৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহিয়্যাতুল অজু

এই নামাজ দুই রাকয়াত পড়িতে হয়। অজু করিবার পর অজুর অঙ্গগুলি শুকাইবার পূর্বে দুই রাকয়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত)

তাহিয়্যাতুল অজুর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তাহিয়্যাতিল অজুয়ে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তাহিয়্যাতুল অজুর ফজীলত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফজরের নামাজের সময় হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিলেন - বিলাল! আমাকে বলো, মুসলমান হইয়া তুমি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কী আমল করিয়াছো যে, আমি জান্নাতের মধ্যে আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনিয়াছি। হজরত বিলাল বলিলেন - আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ আমল করি নাই। কিন্তু দিবা রাত্রি যখনই অজু করিয়াছি তখনই নামাজ পড়িয়াছি। (বোখারী, মুসলিম)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অজু করিবে এবং সুন্দর করিয়া অজু করিবে এবং জাহের ও বাতেন সর্বাদিক দিয়া মুত্তাওজ্জহ হইয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে, তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া যাইবে। (মুসলিম)

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'কে দাখুলুল মাসজিদ বলা হইয়া থাকে। মাসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকয়াত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' পড়া সুন্নাত। চার রাকয়াত পড়া উত্তম। (বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' এর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তাহিয়্যাতিল মাসজিদে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' এর ফজিলত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করিবে সে বসিবার পূর্বে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া নিবে। (বোখারী, মুসলিম)

সুবাহ সাদেক ও আসরের পর মাসজিদে প্রবেশ করিলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়িবে না বরং দরূদ শরীফ ও তাসবীহ ইত্যাদিতে মসগুল হইলে মাসজিদের হক্ব আদায় হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মুহতার)

মাসজিদে প্রবেশ করতঃ বসিবার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়াই উত্তম। বসিবার পর পড়িলেও জায়েজ হইবে। (দুর্র মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

প্রতিদিন একবার তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়াই যথেষ্ট। বিশেষ কারণে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়িতে না পারিলে চারবার নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে -

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুবহা নাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (দুরে মুখতার)

ইশরাকের নামাজ

ইশরাকের নামাজ দুই রাকয়াত। এই নামাজ সূর্য উদয়ের পর পড়িতে হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতে পড়িয়া সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করিতে থাকিবে। অতঃপর

দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে সে ব্যক্তি পূর্ণ একটি হজ ও উমরার সওয়াব পাইবে। (তিরমিজী)

যে ব্যক্তি নিজের মাসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করিয়া সূর্য উদয় হইয়া উহার জ্যোতি খুব ছড়াইয়া পড়া পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহর জিকির করিয়াছে, অতঃপর দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রত্যেক রাকয়াতের পরিবর্তে জান্নাতে হাজার হাজার বালাখানা প্রদান করিবেন। প্রত্যেক বালাখানাতে হাজার হাজার হুর থাকিবে। প্রত্যেক হুরের সঙ্গে হাজার হাজার খাদেম থাকিবে। (গুনিয়া তুত্ তালিবীন)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) ইশরাকের নামাজ চার রাকয়াত পড়িতে পারা যায়।

(২) ইশরাকের ওয়াক্ত সূর্য উদয়ের পর থেকে আরম্ভ হয় এবং কমপক্ষে কুড়ি মিনিট থাকে।

(৩) ফজরের নামাজের পর হইতে ইশরাক আদায় করিবার পূর্ব পর্যন্ত জিকরে ইলাহী করিতে হইবে অথবা নীরব থাকিতে হইবে যাহা জিকিরের অন্তর্ভূক্ত। দুনিয়াবী কোন কথা বলিলে ইশরাকের ফজীলাত হাসেল হইবে না।

ইশরাকের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াই সলাতিল ইশরাকে সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চাশ্‌তের নামাজ

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী চাশ্‌তের নামাজ দুই রাকয়াত হইতে বারো রাকয়াত পর্যন্ত বলা হইয়াছে। বারো রাকয়াত পড়াই উত্তম। এই নামাজ সূর্য খুব উঁচু হইবার পর হইতে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত পড়া চলিবে।

চাশ্‌তের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ شَرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিজ জুহা সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চাশ্‌তের ফজীলাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি চাশ্‌তের বারো রাকয়াত নামাজ পড়িবে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে সোনার অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন। (তিরমিজী, ইবনো মাজা, মিশকাত)

হজরত বুরাইদাহ রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, মানুষের মধ্যে তিন শত জোড় রহিয়াছে। এই কারণে প্রত্যেক জোড়ের জন্য সাদকা করা জরুরী। সাহাবাগণ বলিলেন - ইয়া নাবী আল্লাহ! ইহা কে পারিবে? অতঃপর বলিলেন - মাসজিদে থুতুর ছিটা পড়িলে তাহা মুছিয়া দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দিবে। যদি ইহা না পাও, তাহা হইলে চাশতের দুই রাকয়াত তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন - আদম সন্তান! আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাকয়াত পড়িয়া নাও, যাহা তোমার জন্য দিনের শেষাংশ পর্যন্ত যথেষ্ট হইবে। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

আওয়াবীনের নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকয়াত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। এই নামাজকে 'সলাতুল আওয়াবিন' বলা হয়। ইহা এক সালামে অথবা দুই সালামে অথবা তিন সালামে পড়া জায়েজ। দুই রাকয়াত করিয়া পড়া উত্তম। (দুর্রে মুখতার) কোন কোন বুজর্গ প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার সূরাহ ইখলাস পড়িবার কথা বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আওয়াবীনের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল আওয়াবীন মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আওয়াবীনের ফাজীলাত

যে.ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকয়াত পড়িবে এবং উহার মাঝখানে কোন খারাপ কথা না বলিবে, ইহা তাহার জন্য বারো বৎসর ইবাদাতের সমতুল্য করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিজী)

যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকয়াত পড়িবে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও গোনাহ সমুদ্রের গেঁজার পরিমাণ হয়। (তিবরানী)

যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকয়াত পড়িবে সে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসরের ইবাদাতের সওয়াব পাইবে অথবা তাহার জন্য লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদাতের সওয়াব লেখা হইবে। (এহিয়া উল উলুম)

তাহাজ্জুদের নামাজ

তাহাজ্জুদের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকয়াত। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে আট রাকয়াত পর্যন্ত পাওয়া যায়। বুজর্গানে দ্বীন বারো রাকয়াত পর্যন্ত পড়িয়া থাকেন। এই নামাজ দুই রাকয়াত করিয়া পড়া সুন্নাত। ইশার ফরজ পড়িয়া কিছুক্ষণ শয়ন করিবার পর হইতে সুবাহ সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্ত। যদি সাতটায় ইশার নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া আসে এবং কেহ ঐ সময় ইশার নামাজ পড়িয়া শুইয়া যায়। অতঃপর আট্টার সময় চোখ খুলিলে তাহার জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার ওয়াক্ত হইয়া যাইবে।

তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন ইসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তাহাজ্জুদে সুন্নাতে রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলাত

ইশার নামাজের পর যে সমস্ত নফল পড়া হইয়া থাকে সেগুলিকে 'সলাতুল লাইল' বা রাতের নামাজ বলা হইয়া থাকে। তাহাজ্জুদের নামাজ 'সলাতুল লাইল'এর অন্তর্ভূক্ত। হাদীস শরীফে ও বিভিন্ন কিতাবে এই নামাজের বহু ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি রাতে জাগিয়া এবং নিজের স্ত্রীকে জাগাইয়া দুই জনেই দুই দুই রাকয়াত পড়িবে তাহাকে অতিরিক্ত জিকিরকারীগণের অন্তর্ভূক্ত করা হইবে। (নাসায়ী, ইবনো মাজা)

জান্নাতে একটি বালাখানা রহিয়াছে। যাহার ভিতর থেকে বাহির ও বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আবু মালেক আশয়ারী আবেদন করিলেন - ইয়া রাসু লাল্লাহ! এই বালাখানা কাহার জন্য? হুজুর বলিলেন - সেই ব্যক্তির জন্য যে ভাল কথা বলে, আহার দান করে এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন রাতে নামাজ পড়ে। (তিবরানী কাবীর)

বান্দা অর্ধ রাতে যে দুই রাকয়াত আদায় করে উহা তাহার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত জিনিষ অপেক্ষা উত্তম। আর যদি আমার উম্মাত কষ্টে পড়িয়া না যাইত, তাহা হইলে আমি উহা ফরজ করিয়া দিতাম। (গুনিয়াতুত্ তালিবান, এহিয়া উল উলুম)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১) ঈশার নামাজের পর কমপক্ষে কিছুক্ষন শয়ন না করিয়া যতই নফল পড়া হউক না কেন উহা তাহাজ্জুদ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

২) শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে জাগিবার পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে বিতির বাকী রাখা মুস্তাহাব, অন্যথায় বিতির পড়িয়া শয়ন করিবে। (কুদুরী ইত্যাদি)

৩) যে ব্যক্তি বিতির পড়িয়া শয়ন করিয়াছে সে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলে পুনরায় বিতিরের নামাজ পড়া না জায়েজ। (দূর্রে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

৪) অন্য নফল নামাজের ন্যায় তাহাজ্জুদের নামাজে সুরাহ ফতিহার পর যে কোন সুরাহ পাঠ করা চলিবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- সম্ভব হইলে কুরয়ান মাজীদ যতদুর স্মরণ রহিয়াছে তাহাজ্জদের নামাজে সবই পড়িবে। অন্যথায় প্রত্যেক রাকয়াতে সুরাহ ফাতিহার পর তিন বার করিয়া সুরাহ ইখলাস পাঠ করিবে, তাহা হইলে প্রত্যেক রাকয়াতে পূর্ন কুরয়ান শরীফ পাঠের সওয়াব হাসেল হইবে। (সংগ্রহিত ফায়জানে সুন্নাত)

ইস্তেখারার নামাজ

'ইস্তেখারাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে মঙ্গল কামনা করা। অর্থাৎ কোন গুরত্বপূর্ণ কাজ করিবার ইচ্ছা করলে প্রথমে ইস্তেখারাহ করতঃ কাজের ভাল মন্দ ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহর কাছ থেকে ইংগিত তলব করা। প্রথমে ইস্তেখারার নিয়াতে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িয়া নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ ۰ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لاَ اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوْبِ ۰ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ اقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখিরুকা বে ইল্মিকা অ আস্তাক্দিরুকা বে-কুদরাতিকা অ আসয়ালুকা মিন ফাদলিকাল আজীম, ফা ইন্নাকা তাকদিরু অলা আকদিরু অ তালামু অলা আ'লামু অ আনতা আল্লামুল গুইয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা' লামু আন্না হাজাল আম্‌রা খায়রুল্লী ফী দ্বিনী অ মায়াশী অ আকিবাতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরী অ আজিলি আমরী অ আজিলিহী ফাকদুরহু লী অ ইয়াস্ সির হুলী সুম্মা বারিক লী ফাহে আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা শারুল্লী ফীদ্বিনী অ মায়াশী অ আকিবাতি আমরী অ আজিলি আমরী অ আজিলিহী ফাস্‌রিফ্‌হু আন্নী অসরিফনী আনহু অকদুরলীল খায়রা হায়সু কানা সুম্মা রাদ্দিনী বিহী। - 'হাজাল আমরা' এর স্থলে নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলিবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) দুয়া পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। প্রথম রাকয়াতে সূরায়ে কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরায়ে ইখলাস পাঠ করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

(২) ইস্তেখারাহ সাত বার করা উত্তম। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুকে সাতবার ইস্তেখারাহ করিবার হুকুম দিয়াছেন। (বাহারে শরীয়ত)

(৩) দুয়াটি পাঠ করিয়া অজু অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিবে। যদি স্বপ্নে সাদা অথবা সবুজ দেখা যায়, তাহা হইলে কাজ ভাল হইবে। আর যদি কালো অথবা লাল দেখা যায়, তাহা হইলে অমঙ্গল, উহা থেকে বিরত থাকিবে। (রদ্দুল মুহতার)

ইস্তেখারার নিয়্যাত

نَوَیْتُ اَنْ اُصَلِّیَ لِلّٰهِ تَعَالٰی رَكْعَتَیْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ مُتَوَجِّهاً اِلٰی جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِیْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইস্তেখারাতি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতুত্ তাসবীহ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার প্রিয় চাচা হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুকে 'সলাতুত্ তাসবীহ' পড়িবার প্রেরণা দিয়া বলিয়াছেন - যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন একবার, ইহা সম্ভব না হইলে প্রতি জুমাতে

একবার, ইহা সম্ভব না হইলে মাসে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে বৎসরে একবার, ইহা সম্ভব না হইলে জীবনে একবার অবশ্যই পড়িবে। (মেশকাত, আবু দাউদ, তিরমিজী)

'সলাতুত্ তাসবীহ' পড়িবার নিয়ম

'সলাতুত্ তাসবীহ' চার রাকয়াত। 'সলাতুত্ তাসবীহ' এর নিয়্যাতে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া নিবে। অতঃপর সানা পাঠ করিয়া পনেরো বার - "সুবহা নাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার" পাঠ করিবে। তারপর 'আউজুবিল্লাহ' ও 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করিয়া 'সূরাহ ফাতিহা' ও অন্য সূরাহ পাঠ করিবার পর দুয়াটি দশবার পাঠ করিবে। এই বার রুকুতে গিয়া তিনবার "সুবহানা রব্বিয়্যাল আজীম" বলিবার পর দশবার দুয়াটি পাঠ করিবে। তারপর রুকু থেকে উঠিবে এবং "সামী আল্লাহু লিমান হামিদাহ" এবং রব্বানা অ লাকাল হামদু" বলিবার পর দশবার দুয়াটি পাঠ করিবে। অতঃপর সিজদায় যাইবে এবং তিন বার "সুবহানা রব্বিয়্যাল আ'লা" বলিবার পর দশবার তাসবীহটি পাঠ করিবে। সিজদা থেকে উঠিয়া দশবার তাসবীহটি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় সিজদায় যাইবে এবং প্রথম সিজদার ন্যায় দশবার তাসবীহটি পাঠ করিবে।

দ্বিতীয় রাকয়াতে কিরাতের পূর্বে পনের বার এবং কিরাতের পর দশবার তাসবীহটি পাঠ করিবে। প্রথম রাকয়াতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকয়াত পূর্ণ করিয়া বৈঠকে 'আত্তেহিয়্যাতু' পড়িবার পর দরূদে ইব্রাহিমী পাঠ করিবে। বসিয়া তাসবীহটি পাঠ করিতে হইবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাকয়াতের ন্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে তাসবীহটি পাঠ করিতে হইবে। প্রত্যেক রাকয়াতে 'আলহামদু' ও 'বিসমিল্লাহ' এর পূর্বে তাসবীহটি পনের বার এবং পরে দশবার করিয়া পড়িতে হইবে। প্রত্যেক রাকয়াতে তাসবীহটি পঁচাত্তর বার এবং চার রাকয়াতে মোট তিনশত বার পড়িতে হইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) মাকরূহ ওয়াক্তগুলি ছাড়া সব সময়ে এই নামাজ পড়া জায়েজ। তবে জোহরের পূর্বে পড়াই উত্তম। (রদ্দুল মুহতার, আলমগিরী)

(২) 'তাসবীহ' পড়িবার সময় আঙ্গুল গুনিবে না বরং মনে মনে হিসাব রাখিবে। অন্যথায় আঙ্গুলগুলি যথা স্থানে রাখিয়া চাপ দিয়া দিয়া হিসাব ঠিক রাখতে হইবে। (দুর্রে মুখতার)

(৩) 'সলাতুত্ তাসবীহ' নামাজে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হইয়া গেলে সিজদা করিবে কিন্তু ঐ দুই সিজদাতে তাসবীহ পাঠ করিতে হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

(৪) যদি কোন স্থানে তাসবীহ পাঠ করা কম হইয়া যায়, তাহা হইলে পরবর্তী স্থানে পড়িয়া দিবে। অর্থাৎ রুকুতে ভুল হইয়া গেলে সিজদায় পড়িয়া দিবে। (রদ্দুল মুহতার)

'সলাতুত্ তাসবীহ' এর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিত্ তাসবীহে মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতে আল্লাহু আকবার।

সলাতুল হাজাত

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখিন হইলে 'সলাতুল হাজাত' এর নামাজ পড়িতে হয়। এই নামাজ দুই রাকয়াত অথবা চার রাকয়াত পড়িতে পারা যায়। কিতাবে এই নামাজ পড়িবার বহু নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল সব চাইতে সহজ একটি নিয়ম লেখা হইতেছে।

জুমার রাতে সুন্নাত তরীকায় গোসল করতঃ অব্যবহৃত কাপড় পরিধান করতঃ উদ্দেশ্য পূর্ণের নিয়্যাতে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর 'সূরাহ কাফেরূন' দশবার, দ্বিতীয় রাকয়াতে 'সূরাহ ইখলাস' এগারো বার পাঠ করিবে। অতঃপর সালাম ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়িয়া দশবার দরূদ শরীফ এবং নিম্নের দুয়াটি দশবার পড়িয়া নিজের প্রয়োজনের কথা বলিবে। ইনশাল্লাহ দুয়া কবুল হইবে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ হইবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ সুবহা নাল্লাহি অল হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবারু অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

অতঃপর দশবার পাঠ করিবে -

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা তাঁও অফিল আখিরাতি হাসানা তাঁও অকিনা আজাবান্নার।

'সলাতুল হাজাত' এর নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْحَاجَاتِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল হাজাতি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতুল আসরার

কোন জায়েজ উদ্দেশ্যপূর্ণ করিবার জন্য খালেস নিয়্যাতে 'সলাতুল আসরার' বা নামাজে গওসিয়া পড়িতে হয়। উলামা ও মাশায়েখগণ এই নামাজ পড়িয়া থাকেন। স্বয়ং সর্কারে বাগদাদ শাহান্সাহে তরিকাত গওসে সামদানী কুতবে রব্বানী হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাই এই নামাজ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। শায়খুল ইসলাম অল মুসলিমীন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার 'আনহারুল আনওয়ার' নামক কিতাবে এই নামাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

'নামাজে গওসিয়া' পড়িবার নিয়ম

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত আদায় করিবার পর 'সলাতুল আসরার' এর নিয়্যাতে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগারো বার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করা উত্তম। সালাম ফিরাই বার পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

সাল্লামের প্রতি এগারো বার দরূদ সালাম পাঠ করিয়া এগারো বার বলিবে -

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ ط

উচ্চারণ ঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহি ইয়া নাবীয়াল্লাহি আগিস্নী অমদুদ্নী ফী কাজায়ে হাজাতি ইয়া কাজিয়াল হাজাত।" অতঃপর ইরাকের দিকে এগারো ক্বদম হাঁটিবে। প্রত্যেক ক্বদমে বলিবে -

يَاغَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَ يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِىْ وَ اَمْدُدْنِىْ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِىْ يَا قَاضِىَ الْحَاجَتِ ط

উচ্চারণ ঃ "ইয়া গওসাস্ সাকালাইনি অ ইয়া কারিমাত তারফাইনি আগিস্নী অম্দুদ্নী ফী কাজাই হাজাতি ইয়া কাজিয়াল হাজাত।" অতঃপর শাহানশাহে দোজাহাঁ সরওয়ারে কওন অ মা কাঁ অহেমাদে মুজতাবা মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া দরবারে ইলাহীতে দুয়া করিবে। (বাহারে শরীয়ত, ফায়জানে সুন্নাত)

সলাতুল আসরার বা নামাজে গওসিয়ার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَسْرَارِ تَقَرُّباً اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَ انْقِطَاعاً مِّنَ الْغَيْرِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিল আসরারি তাকারুবান ইলাল্লাহি তায়ালা অন কিত্বা আম্ মিনাল গয়রি মুতা ওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিস্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তওবার নামাজ

আম্বিয়ায় কিরামগণ ছাড়া কোন মানুষ বে-গোনাহ নয়। মানুষ হাজার হাজার গোনাহ করিয়া থাকে। যখন মানুষ নিজের গোনাহের প্রতি অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেন। যদি কোন প্রকারে গোনাহ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা অয়াজিব। সম্ভব হইলে সঙ্গে সঙ্গে মাকরূহ ওয়াক্তের বাহিরে তওবার নামাজ আদায় করিয়া নিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন কোন বান্দা গোনাহ করিয়া ফেলিবে, অতঃপর অজু করিয়া নামাজ পড়িবে এবং তওবা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (তিরমিজী, ইবনো মাজা)

তওবার নামাজের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। কেবল তওবার নিয়্যাতে দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিয়া গোনাহ থেকে তওবা করিবে।

তওবার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তাওবাতি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

সলাতে ফাতিমাহ রাদী আল্লাহু আনহা

যখন কোন মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে চরম চঞ্চলতার মধ্যে থাকিবে তখন দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে তিন বার করিয়া সূরাহ 'ইখলাস' পাঠ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে এবং মুসাল্লার উপর মাথার ডানদিক লাগাইয়া দুয়াটি এক শত বার পাঠ করিবে। অতঃপর মাথার বাম দিকে রাখিয়া দুয়াটি এক শত বার পাঠ করিবে। তারপর মুসাল্লা উল্টাইয়া এক শত বার পাঠ করিবে। ইহার পর কিবলার দিকে এগার কদম হাঁটিবে। তারপর সিজদায় গিয়া নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলিবে। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় কবুল করিবেন।

দুয়া

يَا مَوْلَايَ وَ مَوْلٰى فَاطِمَةَ اَغِثْنِيْ

উচ্চারণ ঃ ইয়া মাওলা ইয়া অ মাওলা ফাতিমাতি আগিস্নী।

সলাতে ফাতিমার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُسَبِّحَ تَسْبِيْحَ فَاطِمَةِ الزَّهْرَآءِ بِنْتِ حَضْرَتْ خَدِيْجَةُ الْكُبْرٰى لِنُدْبَةِ قُرْبَةٍ اِلَى اللّٰهِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাব্বিহা তাসবীহা ফাতিমাতিজ জাহরাই বিনতে হজরত খাদীজা তুল কুবরা লে নুদবাতি কুরবাতিন ইলাল্লাহি তায়ালা মুতা ওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

'হিফজুল ঈমান' এর নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর 'হিফজুল ঈমান' এর নিয়্যাতে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। প্রথম রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ 'ইখলাস' সাত বার ও সূরাহ 'ফালাক' একবার এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরাহ 'ইখলাস' সাতবার ও সূরাহ 'নাস' একবার পাঠ করিবে। অতঃপর নামাজ শেষ করিয়া নিম্নের দুয়াটি তিন বার পাঠ করিবে -

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ ثَبِّتْنِيْ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইউ ইয়া কাইউমু সাব্বিতনী আলাল ঈমান।

এই নামাজ আদায় করিলে ইনশাল্লাহ, ঈমানের সহিত কবরে যাইতে পারিবে। এই নামাজ আদায় করিবার আরো কয়েক প্রকার নিয়ম রহিয়াছে।

'হিফজুল ঈমান' নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ حِفْظِ الْاِيْمَانِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতি হিফজিল ঈমানে মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'কাশফুল আরওয়াহ' এর নামাজ

'কাশফুল আরওয়াহ' এর নামাজে আম্বিয়ায় কিরাম ও আউলিয়ায় কিরামগণের পবিত্র রূহগুলির সাক্ষাত ও ফায়েজ হাসেল হইয়া যায়। এই নামাজ আদায় করিবার নিয়ম হইল যে, প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার পাঠ করিবে - وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَ لٰكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"অল্লাহু গালিবুন আলা আমরিহী অলা কিন্নান্নাসা লা ইয়ায়লামূন"।

'কাশফুল আরওয়াহ' নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ كَشْفِ الْاَرْوَاحِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি কাশফিল আরওয়াহি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এই নামাজ শেষ করিবার পর এক হাজার বার দুয়ায় মালাইকা পাঠ করিবে।

দুয়ায় মালাইকা

প্রথমে তিনবার পাঠ করিবে -

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আউজু বিল্লাহিস্ সামীইল আলীমি মিনাশ্ শায়ত্বা নির্রাজীম"।

অতঃপর নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করিবে -

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۝ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লা হুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলিমুল গয়বি অশ্ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রাহীম। হুয়াল্লা হুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজীজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুবহা নাল্লাহি আম্মা ইউশ্রিকূন। হুয়াল্লা হুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুস্না ইউসাব্বিহু লাহু মাফিস্ সামা ওয়াতি অল্ আরদি অ হুয়াল আজীজুল হাকীম।

মুহার্রামুল হারামের প্রথম রজনী

এই পবিত্র মাসের প্রথম রাতে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগারো বার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর পাঠ করিবে -

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ

উচ্চারণ ঃ "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা অ রব্বুল মালাইকাতি অর্রূহ"। এই নামাজ হজরত খাজা নক্শাবন্দী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই রাকয়াত নামাজ নফল বলিয়া নিয়্যাত করিবে -

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিন নাফলি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যেখানে নামাজের নিয়ম বলা হইবে কিন্তু নামাজের নিয়্যাত লেখা না হইবে সেখানে নফল নিয়্যাত করতঃ নামাজ আদায় করিবে।

শবে আশুরার নামাজ

মুহার্রামুল হারামের দশম রজনীকে 'লাইলাতুল আশুরা' বা 'শাবে আশুরা' বলা হয়। আউলিয়ায় কিরামদের নিকট থেকে এই রজনীর নামাজ আদায় করিবার বিভিন্ন নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) কবর আলোকিত করিবার জন্য দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। নামাজ শেষ করিয়া এই উদ্দেশ্যে দুয়া করিবে।

(২) এক সালামে চার রাকয়াত নফল পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পঞ্চাশ বার 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। শেষ করিয়া দুয়া করিবে। আউলিয়ায় কিরামগণের থেকে বর্ণিত হইয়াছে - যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে তাহার অগ্র- পশ্চাতের পঞ্চাশ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) দুই রাকয়াত করিয়া এক শত রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে এবং সালামের পর সত্তর বার নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে -

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুবহা নাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবারু অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

পবিত্র মুহার্রামুল হারাম সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন - আল্লাহু তায়ালা এই মাসে অতীত উম্মাতের তওবা কবুল করিয়াছেন এবং ভবিষ্যত মানুষেরও তওবা কবুল করিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অত্র কিতাব লিখিবার সময় আমার সমস্ত কিতাব কাছে না থাকিবার কারণে মুফতী খলীল আহমাদ ক্বাদেরী সাহেব কিবলার 'নামাজেঁ আওর দুয়ায়েঁ' কিতাব থেকে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছি।

আশুরার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعَاشُوْرَآءِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল আশুরাই মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মুহার্রমের খিচুড়ী ও শবে বরাতের হালুয়া

আশুরার দিন খিচুড়ী রান্না করা ফরজ অথবা অয়াজিব নয়। কিন্তু নাজায়েজ ও হারাম নয়। বরং একটি বর্ণনা অনুযায়ী উহা হজরত নূহ আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। সুতরাং বর্ণিত হইয়াছে, হজরত নূহ আলাইহিস্ সালামের নৌকা তুফান থেকে নাজাত পাইয়া 'জূদী' পাহাড়ে যেদিন অবস্থান করিয়াছিল সেই দিনটি ছিল আশুরার দিন। পয়গম্বর নূহ নৌকা থেকে সমস্ত তরীতরকারী বাহির করিলেন। সাত প্রকার জিনিষ ছিল। যথা - মটর, গম, যব, মসুর, ছোলা, চাল, পেঁয়াজ। হজরত নূহ সবগুলি একই হাঁড়িতে পাকাইলেন।

আল্লামা শিহাবুদ্দিন কালিউবী বলিয়াছেন - মিসরে আশুরার দিন 'ত্বাবীখুল হাবুব' (খিচুড়ী) নামে যে খাদ্য পাকানো হয়, উহার আসল দলীল হইল হজরত নূহ আলাইহিস সালামের এই আমল। (জান্নাতী জেওর, কালিউবী)

শবে বরাতের হালুয়া তৈরী করা যেমন ফরজ ও সুন্নাত নয় তেমন উহা হারাম ও নাজায়েজ নয়। বরং অন্য সমস্ত খাদ্যের ন্যায় হালুয়া তৈরী করা মুবাহ ও জায়েজ কাজ। অবশ্য যদি কেহ এই নিয়্যাতে করে যে, একটি উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ফকীর, মিসকীন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইয়া সওয়াব হাসেল করিব, তাহা হইলে অবশ্যই সওয়াবের কাজ হইবে।

প্রকৃতপক্ষে এই রাতে হালুয়ার রেওয়াজ এই প্রকারে চালু হইয়াছে যে, এই বর্কাতময় রাতটি হইল দান খয়রাত ও ইসালে সওয়াবের খাস রাত। মানুষ স্বাভাবিক ভাবে এই রাতে ভাল খাদ্য পাকাইতে চায়। একাংশ আলেম বোখারী শরীফের এই হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করিলেন যে - كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ الْعَسَلَ "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করিতেন।" এই হাদীসের প্রতি আমল করতঃ উলামায় কিরামগণ এই রাতে হালুয়া পাকাইয়াছেন। অতঃপর আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে উহার চর্চা ও রেওয়াজ হইয়া যায়।

মোট কথা শবে বরাতের হালুয়া, মুহার্রমের খিচুড়ী ও ঈদের শামুই ইত্যাদি মানুষ ফরজ ও সুন্নাত ধারণায় করিয়া থাকে না। কেবল রেওয়াজ হিসাবে করিয়া থাকে। অতএব এই জিনিষ গুলিকে নাজায়েজ ও বেদ্য়াত বলা বেদ্বীনি ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রজব মাসের নফল নামাজ

রজব মাসের প্রথম রজনীতে দশ রাকয়াত নামাজ দুই রাকয়াত করিয়া পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর প্রথমে তিনবার 'সূরাহ কাফেরূন' তারপর তিন বার 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর দুই হাত উঠাইয়া নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিয়া দুই হাত মুখে বুলাইয়া নিবে -

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِىَ بِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ o

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু অলাহুল হামদু ইউহ্য়ী অ ইউমীতু অহুয়া হাইউন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল্ খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। আল্লাহুমা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা অলা মু'তী বিমা মানা'তা অলা ইয়ান্যাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

রজব মাসের পনেরো তারিখের রাতে অনুরূপ নিয়মে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িয়া দুই হাত উঠাইয়া উপরের দুয়াটি পাঠ করিবার পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিয়া দুই হাত মুখে বুলাইয়া নিবে -

اِلٰهاً وَاحِداً اَحَداً صَمَداً فَرْداً وِتْراً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّ لاَ وَلَداً o

উচ্চারণ ঃ "ইলাহান অহিদান আহাদান সামাদান ফারদান বিতরান লাম ইয়াত্তাখিজ সাহিবাতাঁউ অলা অলাদান।"

অনুরূপ নিয়মে রজব মাসের শেষ রজনীতে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িয়া দুই হাত উঠাইয়া প্রথম দুয়াটি পাঠ করিবার পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিয়া নিজের উদ্দেশ্যর কথা বলিবে -

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ o

উচ্চারণ ঃ "সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন অ আলিহিত্ ত্বাহিরীনা অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে - এই নামাজ যে ব্যক্তি পড়িবে তাহার ও জাহান্নামের মাঝখানে সত্তরটি খন্দকের ব্যবধান হইবে। প্রত্যেক খন্দকে জমীন ও আসমানের ব্যবধান হইবে। সে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকয়াতের পরিবর্তে হাজার রাকয়াতের সওয়াব পাইবে। জাহান্নাম থেকে আযাদী লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং সহজে পুল সিরাত পার হইয়া যাইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে দুয়াটি পাঠ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যেক দুই রাকয়াতে সালাম ফিরাইবার পর পাঠ করিবে।

সাতাশে রজব

এই রজনীতে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। নফলের নিয়্যাতে এই দুই রাকয়াত পড়িতে হইবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর কুড়ি বার 'সূরা ইখলাস' পাঠ করিবে এবং সালামের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمُشَاهَدَةِ اَسْرَارِ الْمُحِبِّيْنَ وَ بِالْخَلْوَةِ الَّتِىْ خَصَّصْتَ بِهَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ حِيْنَ اَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِيْنَ اَنْ تَرْحَمَ قَلْبِىَ الْحَزِيْنَ وَ تُجِيْبَ دَعْوَتِىْ يَا اَكْرَمَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুমা ইন্নী আস্য়ালুকা বি-মুশাহাদাতে আসরারিল মুহিব্বীনা অবিল খাল্ওয়াতিল্লাতি খাস্সামতা বিহা সাইয়েদাল মুরসালীনা হীনা আসরাইতা বিহী লাইলা তাস্ সাবিঈ অল ইশরীনা আন তারহামা ক্বালবিল হাজিনা অ তুজীবা দাওয়াতী ইয়া আকরামাল আওওয়ালীনা অল্ আখিরীন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে -আল্লাহ তায়ালা তাহার তওবা কবুল করিবেন এবং অন্যদের দিল্ যেদিন মুর্দা হইয়া যাইবে সেদিন তাহার দিল্ জিন্দা থাকিবে। (নুজহাতুল মাজালিস)

pdf By Syed Mostafa Sakib

শবে বরাতের নামাজ

হাদীস পাকে শবে বরাতের বহু ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে। আউলিয়া কিরামগণ এই রাতে ইবাদতের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়াছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - পনেরই শাবানে রজনীতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলুকের দিকে খাস তাজাল্লী ফেলেন এব কাফের ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করিয়া দেন। (তিবরানী)

তাওরাত শরীফে বর্ণিত হইয়াছে - যে ব্যক্তি শাবানে এই কালেমাগুলি পড়িবে সে কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠিবে যে, তাহার মুখ মণ্ডল পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায় চমকাইতে থাকিবে এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে সিদ্দিকীনদে দলোভূক্ত হইয়া যাইবে -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা না'বুদু ইল্লা ইইয়াহু মুখলিসীনা লাহু দীনা অলাউ কারিহাল কাফিরূন।" (নুজহাতুল মাজালিস)

কিতাবে শবে বরাতের নামাজ আদায় করিবার বহু নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে এখানে একটি সহজ নিয়ম দেওয়া হইল - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি শাবানের পনের তারিখের রজনীতে বারো রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দশবার করিয় সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহার আয়ু বাড়াইয়া দিবেন। (নুজহাতুল মাজালিস)

হজরত শায়েখ আবুল হাসান বিকরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শবে বরাতের রজনীতে নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবার কথা বলিয়াছেন -

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ الدَّأْعِمَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন্ কারীমুন্ তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী আল্লাহুমা ইন্নী আস্য়ালুকাল আফওয়া অল আফিয়াতা আল মুয়াফাতাদ দাইমাতা ফিদ্ দুনিয়া অল আখিরাহ।

উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী নামাজ আদায় করিতে যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। ইহাও যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর যে কোন সূরাহ পাঠ করিলে হইবে।

শাবে বরাতের নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَآئَةِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলা তিল বারায়াতে মুতা ওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

শবে ক্বদরের নামাজ

শবে ক্বদরের রজনীতে নামাজ আদায় করিবার বহু প্রকার নিয়ম রহিয়াছে। এখানে মাত্র কয়েক প্রকার নিয়ম বর্ণনা করা হইল।

(১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সাতাশে রমজান এর রজনী চার রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ ক্বদর তিনবার, সূরাহ ইখলাস পঞ্চাশ বার পাঠ করিবে এবং সালামের পর সিজদায় গিয়া একবার এই দুয়াটি পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অশেষ সওয়াব প্রদান করিবেন, তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং যাহা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা নিজ ফজলে তাহা প্রদান করিবেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ "সুবহা নাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।"

(২) বারো রাকয়াত নফল নামাজ পড়িবে। চাই দুই রাকয়াত করিয়া নিয়্যাত করিবে অথবা চার রাকয়াত করিয়া নিয়্যাত করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর 'সূরাহ ক্বদর' তিন বার এবং 'সূরাহ ইখলাস' দশবার পাঠ করিবে। সালামের পরে নিম্নের দুয়াটি এক শত বার পাঠ করিবে -

pdf By Syed Mostafa Sakib

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ০

উচ্চারণ ঃ সুবহা নাল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবারু অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

(৩) যে ব্যক্তি দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সাতবার 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে এবং সালাম ফিরাইবার পর সত্তর বার "আস্তাগ ফিরুল্লাহা অ আতুবু ইলাইহি" পাঠ করিবে; নিজের স্থান থেকে উঠিবার পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার ও তাহার পিতা মাতাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফিরিশ্তাদের হুকুম দিবেন যে, তাহার জন্য জান্নাতে উদ্যান লাগাও, তাহার জন্য বালাখানা বানাও, নদী প্রবাহিত করিয়া দাও। যতদিন এইগুলি সে দুনিয়ার্তে না দেখিবে ততদিন ইন্তেকাল হইবে না। (দুর্রাতুন নাসিহীন)

(৪) সব চাইতে সহজ নিয়ম ঃ প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। এই প্রকারে বারো রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে।

শবে ক্বদরের নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলা তিল ক্বদরি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

রমযানুল মুবারকের নফল

(১) যে ব্যক্তি রমযানের রাতে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দুই বার 'সূরাহ ক্বদর' পাঠ করিবে। সেই ব্যক্তি

সত্তরটি রাত জাগরনের, সত্তরটি দিনার খয়রাত করিবার ও সত্তরটি গোলাম আযাদ করিবার সওয়াব পাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার সত্তর হাজার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং আম্বিয়ায় কিরামগণের সহিত তাহার হাশর হইবে।

(২) যে ব্যক্তি পবিত্র রমযানের প্রতি রাতে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিন বার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রত্যেক রাকয়াতের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ ফিরিশ্তা প্রেরণ করিবেন। যাহারা লোকটির নেকীগুলি রাখিবে, গোনাহগুলি দূর করিবে, তাহার জন্য দরজা বুলন্দ করিবে এবং জান্নাতে তাহার জন্য শহর, মহল ও উদ্যান সাজাইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাকয়াতের বদলে আল্লাহ তায়ালা তাহার আমল নামায় একটি করিয়া মাকবুল হজের সওয়াব প্রদান করিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সাহরীর পরে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পঁচিশবার 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে সে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত রাতগুলির সওয়াবের দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

(৪) যে ব্যক্তি রমজান শরীফের প্রতিদিন চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে এবং রমজানের প্রতি জুমায় দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগার বার করিয়া 'সূরাহ ইখলাস' পাঠ করিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন - তাহার জন্য দশ হাজার শহীদের সওয়াব লেখা হইবে। যেন সে ব্যক্তি দশ হাজার গোলাম আযাদ করিয়াছে এবং সাত শত বৎসর দিনে রোজা রাখিয়াছে এবং রাতে ইবাদত করিয়াছে।

(৫) যে ব্যক্তি রমজান শরীফের শেষ রজনীতে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে ফাতিহার পর সূরাহ ইখলাস দশ বার পাঠ করিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত মাসের ইবাদত কবুল করিবেন এবং তাহার আমল নামাতে তিন হাজার বৎসরের ইবাদতের সওয়াব লিখিয়া দিবেন। (ফায়জানে সুন্নাত)

'তারাবীহ' এর নামাজ

'তারাবীহ্' এর নামাজ পুরুষ ও রমণী উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এই নামাজ কুড়ি রাকয়াত। দিবা রাত্রি কুড়ি রাকয়াত নামাজ পড়িতে হয়। এই কুড়ি রাকয়াতের পূর্ণতার জন্য শরীয়তে পাক 'তারাবীহ' এর কুড়ি রাকয়াত

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ কায়েম করিয়াছে। ইশার নামাজের পর হইতে ফজর পর্যন্ত এই নামাজের ওয়াক্ত। ইহা বিতিরের পূর্বে ও পরে পড়া জায়েজ। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

তারাবীহ্ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَابِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তারাবীহে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

প্রতি চার রাকয়াতের পর দুয়া

প্রতি চার রাকয়াতের পর চার রাকয়াত নামাজ পড়িবার মত সময় কোন তাসবীহ পাঠ করা, কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা, চুপচাপ বসিয়া থাকা জায়েজ। (দুর্রে মুখতার) তবে রদ্দুল মুহতার কিতাবে নিম্নের দুয়াটি তিনবার পাঠ করিবার কথা বলা হইয়াছে -

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْكِبْرِ يَاءِ وَ الْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَيَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ نَسْئَالُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ সুবহানা জিল্ মুলকি অল্ মালাকুতি সুবহা জিল ইজ্জাতি অল্ আজমাতি অল্ কুদরাতি অল্ কিবরিয়াই অল্ জাবারূতি সুবহানাল্ মালিকিল হাই ইল্লাজি লা-ইয়ামুতু সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রব্বুল মালাইকাতি অর্ রূহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নাস্তাগ্ ফিরুল্লাহা নাস্য়ালুকাল্ জান্নাতা অ নাউজু বিকা মিনান্নার।

তারাবীহ নামাজের মুনাজাত

মুনাজাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুয়া নাই। অবশ্য অর্থের দিক দিয়া নিম্নের দুয়াটি খুবই ভাল। অধিকাংশই এই দুয়াটি পাঠ করা হইয়া থাকে -

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্য়ালুকাল জান্নাতা অ নাউজু বিকা মিনান্নারি ইয়া খালিকাল জান্নাতি অন্নারি বি রাহমাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বার্রু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বি-রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী কুরয়ান, হাদীসের প্রতি আমল করা ফরজ। সরাসরি কুরয়ান, হাদীস থেকে মসলা সংগ্রহ করিতে যাওয়া গোমরাহী। বর্তমানে কুরয়ান, হাদীস থেকে মসলা সংগ্রহ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সাধারণ মানুষ কুরয়ান, হাদীস বোঝা তো দূরের কথা, কুরয়ান ও হাদীসের শাব্দিক অর্থ জানে না। উলামায়ে কিরামগণের পক্ষেও সম্ভব নয়। কারণ, কুরয়ান, হাদীস থেকে সরাসরি মসলা সংগ্রহ করিবার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত। বর্তমানে বিশ্বে কোন আলেম মুজতাহিদ নহেন। আম খাস সবাই মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী। অখণ্ড ভারত হানাফী দেশ। মুসলিম পিরিয়ডে হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী কোর্ট কাছারীতে বিচার হইতো। বর্তমানেও কোর্ট কাছারীতে হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী মুসলিমদের বিচার হইয়া থাকে। কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে ফিকাহ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই মহান মুজতাহিদ সত্তর অথবা আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফিজ ছিলেন। (জামেউল উসুল, সিরাতুন্ নোমান) যিনি চার হাজার হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন। (মুকাদ্দামায় মুসনাদে ইমাম আ'জম, মুতার্জাম) যিনি বারো লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা মুসলিম জগতকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। (সিরাতুন্ নো'মান) যাহার যুগে বহু সাহাবা হায়াতে ছিলেন। যিনি সরাসরি সাক্ষাতকারে কয়েকজন সাহাবার নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য লাভ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছিলেন। বর্তমান বিশ্বের বহু মুসলিম দেশ যাহার মাজহাবের উপ
চলিতেছে। সেই মহান মুজতাহিদের মাজহাবকে সমূলে নির্মূল করিবার জ
চরম চেষ্টা চালাইতেছে ওহাবী সম্প্রদায়। এই গোমরাহ সম্প্রদায় চার মাজহাবে
বাহিরে। ইহারা ইল্মে বাতেন বা ইল্মে মারেফাতকে আদৌ স্বীকার করে ন
ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে না হায়াতুন্ নবী বলি
মানে, না তাঁহার অসীলা দেওয়া জায়েজ্ বলে। আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতা
কিতাবে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন।

বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হানাফী মাজহাবে
বিরোধীতা করতঃ হানাফীদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আহলে হাদী
জামায়াতে ইসলামী, জমীয়তে উলামায় হিন্দ ও তাবলিগী জামায়াত প্রভৃতি দলগু
প্রত্যেকই ওহাবী। ছোট খাটো বিষয়ে এই দলগুলি একে অন্যের বিরোধী
করিলেও মৌলিক বিষয়ে সবাই এক।

আহলে হাদীস ও জামায়াতে ইসলামী, ইহারা হানাফী মাজহাবের বিরু
প্রকাশ্যে প্রচার চালাইতেছে। বাংলা ভাষায় 'মীযান' ইহাদের সাপ্তাহিক পত্রিক
এই পত্রিকার মাধ্যমে ইহারা ব্যাপক প্রচার চালাইয়া থাকে যে, 'তারাবীহ' এ
নামাজ আট রাকয়াত। কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ ভিত্তিহীন। এক সঙ্গে তিন তালা
দিলে এক তালাক হয়। তাকবীরের বাক্যগুলি একবার করিয়া বলিতে হইবে
জুমার দিনে প্রথমে যে আজানটি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা বেদয়াত। এই ধরণে
শতাধিক মসলায় ইহারা হানাফীদের মহাশত্রু।

জমীয়তে উলামায় হিন্দ ও তাবলিগী জামায়াত, ইহারা এখনো পর্য
নিজদিগকে হানাফী বলিয়া দাবী করিলেও সর্বস্তরে হানাফী মাজহাব বিরো
আমলের দিকে ধীরে ধীরে আগাইতেছে। জমীয়তে উলামায় হিন্দ রাজনৈতি
ভূমিকা নিয়ে চলে। তাবলিগী জামায়াত কালেমা ও নামাজের দাওয়াত দি
বেড়ায়। জমীয়তে উলামায় হিন্দ ও তাবলিগী জামায়াত ইহারা প্রত্যেকেই সাইয়ে
আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর ভক্ত। অখণ্ড ভারতে সর্ব প্রথ
এই দুই মহারথী ওহাবীয়াতের দাওয়াত দিয়া ছিলেন। এই দুই দলের দিকে ভা
করিয়া লক্ষ্য করুন, অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, ইহারা কোন সময়ে মু
মাজহাবী কথা উচ্চারণ করে না। বরং সাধারণ মানুষকে এই বলিয়া মাজহা
মনোভাব নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে যে, মাজহাবী দ্বন্দে না পড়িয়া সরাসরি কুরয়া
হাদীসের প্রতি আমল করাই ভাল। সেই সঙ্গে নিজেরা নামাজে না কান পর্য

হাত উঠায়, না নাভীর নিচে হাত বাঁধে। বহু স্থানে জমীয়তে উলামায় হিন্দ ও
তাবলিগী জামায়াত আট রাকয়াত তারাবীহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইহাদের
কাছে রহিয়াছে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা। এই পয়সা দিয়া মানুষকে কিনিবার
চেষ্টা করিতেছে। ইদানিং জমীয়তে উলামায় হিন্দের পক্ষ থেকে শত শত গরু
কুরবানী করিবার জন্য বিতরণ করা হইতেছে। বিভিন্ন স্থানে মাসজিদ, মাদ্রাসা,
নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এমনকি এই সমস্ত মাসজিদ, মাদ্রাসার ইমাম ও
মোদার্রিসদের বেতন পর্যন্ত বহন করিতেছে। তাবলিগী জামায়াত সাধারণ মানুষকে
টাকা পয়সা ভিতরে ভিতরে দিয়া জামায়াতে নিয়া যাইতেছে। এই প্রকারে শত
শত সূন্নী হানাফী মুসলমানদের গোমরাহ করিবার চেষ্টা চালাইতেছে।

এখন নিম্নে একটি নক্শা প্রদান করা হইল। এই নক্শাতে যে সমস্ত
ফিরকার নাম রহিয়াছে সেই ফিরকাগুলির সহিত এবং এই ফিরকাগুলির সহিত
যাহারা সম্পর্ক রাখিয়া চলে তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার ঈমানী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া
চলা ফরজ।

শাজারায় কুফর

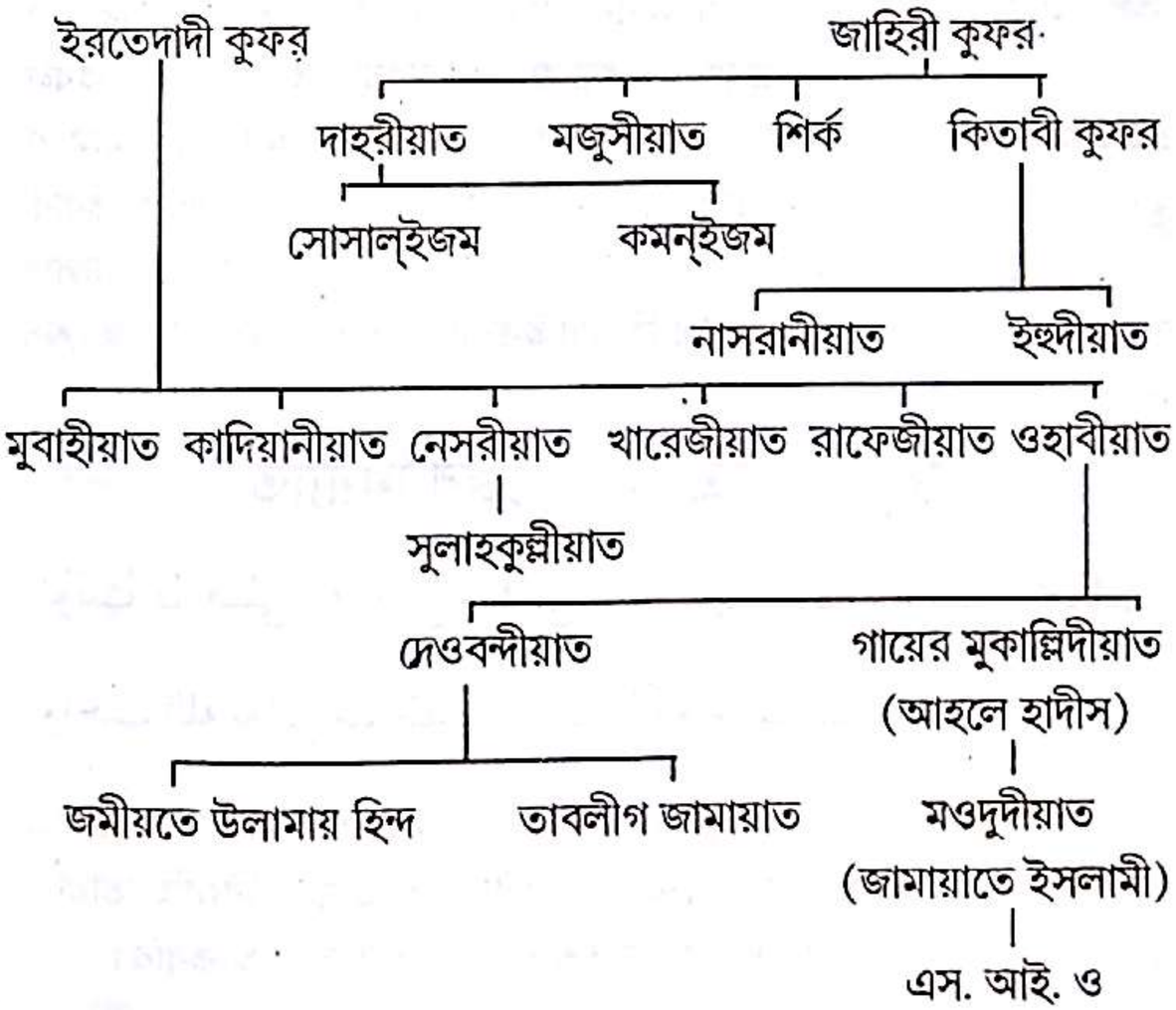

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজ

শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে 'ঈদুল ফিতির' এর নামাজ এবং জিল্‌হাজ মাসের দশ তারিখে 'ঈদুল আজহার' নামাজ পড়া অয়াজিব। সূর্য খুব উঁচু হইবার পর থেকে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই নামাজের ওয়াক্ত। ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আজহার নামাজের নিয়ম একই প্রকার।

নিয়্যাত করিবার পর দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া নিবে। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সবাই 'সানা' পাঠ করিবে। তারপর কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। আবার হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত নাভির নিচে বাঁধিয়া নিবে। মোটকথা প্রথম ও চতুর্থ তাকবীরে হাত বাঁধিতে হইবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত ছাড়িতে হইবে। এই বার ইমাম 'আউজু বিল্লাহ' ও 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ করিবার পর সুরাহ ফাতিহা ও অন্য কোন একটি সূরাহ পাঠ করিয়া রুকু ও সিজদা করিবে। মুক্তাদীও রুকু, সিজদা করিবে। কিন্তু ইমামের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নীরব থাকিবে। সূরাহ ফাতিহা ইত্যাদি পাঠ করিবে না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইয়া যাইবে। এখন কেবল ইমাম সূরাহ ফাতিহা ও অন্য একটি সূরাহ পাঠ করিবে। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী সবাই তিন বার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া প্রত্যেক বারে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। চতুর্থ বারে হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সরাসরি রুকুতে যাইবে। তারপর সিজদা ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া নামাজ শেষ করিবে।

ঈদুল ফিতির নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল ফিতরি মায়া সিত্তাতি তাকবীরাতে ওয়াজি বিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'ঈদুল আজহার' নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল আজহা মাআ সিত্তাতি তাকবীরাতে অয়াজি বিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শরীয়তে পাক ঈদের নামাজের জন্য দিনোক্ষণ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম বলিয়াছেন - উনত্রিশে রমজান চাঁদ দেখিবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে। (মিশকাত)

মোট কথা চাঁদ দেখিতে হইবে অথবা দুই জন পরহিজগার মুত্তাকী মুসলমানের সাক্ষী জরুরী। অন্যথায় বাজারী সংবাদ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সংবাদ গ্রহণ করতঃ ঈদের নামাজ পড়া হারাম। (বাহারে শরীয়ত)

বিজ্ঞানের যুগ বলিয়া যে, সমস্ত জায়গায় যান্ত্রিক সাহায্য নিতেই হইবে এমন কথা ইসলামে নাই। ইসলামের স্বতন্ত্র মতামত রহিয়াছে। ইসলাম মুসলমানদের যেখানে স্বাধীনতা দিয়াছে সেখানে তাহারা স্বাধীন। অন্যথায় সব সময়ে মুসলমানেরা ইসলামের কাছে পরাধীন। বর্তমানে এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান ইসলামের স্বতন্ত্র মতামত কাড়িয়া নিয়া নিজের গোমরাহী মতামত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখনো পর্যন্ত কোর্ট কাছারিতে যান্ত্রিক মাধ্যম গ্রহণ যোগ্য নয়। মহাত্মা গান্ধী হত্যা হইবার পর জহরলাল নেহেরু স্বয়ং রেডিও সেন্টার থেকে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নাথুরাম গড্‌সে বাপুজী মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরে কোর্টে বিচার চলিয়াছিল। জর্জের এজলাসে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সরাসরি উপস্থিত হওয়া শর্ত। ফোন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষি গ্রহণ যোগ্য নয়। অথচ নামধারী একদল মুসলমান যান্ত্রিক সাহায্য গ্রহণ করিতে ইসলামকে বাধ্য করিতেছে। ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতের লোকেরা যেন কসম খাইয়া বসিয়াছে যে, আটাশ অথবা উনত্রিশটি রোজার পর ঈদ করিবেই। সুন্নী মুসলমানেরা এই নামধারী মুসলমানদের সাহিত চাঁদ না দেখিয়া অথবা শরীয়ত সাপেক্ষ সাক্ষি গ্রহণ না করিয়া যেন ঈদের

নামাজ না পড়েন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে শরীয়তের সংবিধান মানিবার তৌফিক দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এর নামাজ

সূর্য গ্রহণের নামাজকে 'সলাতুল কুসূফ্' ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজকে 'সলাতুল খুসূফ' বলা হয়। সূর্য গ্রহণের নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। চন্দ্র গ্রহণের নামাজ মুস্তাহাব। সূর্য গ্রহণের নামাজ জামাতের সহিত পড়া মুস্তাহাব। একা একা পড়া জায়েজ। চন্দ্র গ্রহণের নামাজ একা একা পড়িতে হয়। গ্রহণ আরম্ভ থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত গ্রহণের নামাজের ওয়াক্ত। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্যে গ্রহণ লাগিয়াছিল। হুজুর সাহাবায় কিরামকে লইয়া গ্রহণের নামাজ পড়িয়াছিলেন। যে নামাজের মধ্যে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম দেখিয়া ছিলেন। জান্নাত থেকে আঙ্গুর লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিলেন। শেষে তিনি নিয়াছিলেন না যে, তাহার উম্মাত জান্নাতে গিয়া ভক্ষণ করিবে। তিনি বলিয়াছেন - যদি আমি লইতাম তবে তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত খাইতে। হুজুর জাহান্নামে তাঁহার বাড়ীর চোরটিকে দেখিয়াছিলেন। হুজুর বলিয়াছিলেন - চন্দ্র, সূর্য আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে দুইটি নির্দশন। বান্দাকেভয় দেখাইবার জন্য এইরূপ অঘটন ঘটাইয়া দেন। (মোসনাদে ইমাম আজম)

সূর্য গ্রহণ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল কুসুফি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চন্দ্রগ্রহণ নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল খুসুফি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ইস্তিস্কার নামাজ

ইস্তিস্কার অর্থ দুয়া ও ইস্তিগ্ফার। অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এবং ব্যবহারের পানি কোন জায়গায় পাওয়া না গেলে পানির জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দুয়া ইস্তিগ্ফার করাকে ইস্তিস্কা বলা হয়। ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নাত। কিন্তু উহার জন্য জামাত সুন্নাত নয়। অবশ্য জামায়াত করিয়া পড়া জায়েজ। ইমাম দুই রাকয়াত নামাজ পড়াইবেন। প্রত্যেক রাকয়াতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করিবেন। এই নামাজে আজান ও ইকামত নাই। নামাজের পর মাটিতে দাঁড়াইয়া দুই খুতবা শোনাইবেন। (দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

একবার অনাবৃষ্টির কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইস্তিস্কার নামাজ পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারায় বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। (আবু দাউদ)

ইস্তিস্কার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইস্তিস্কাই সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ইস্তিস্কার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُّغِيْثاً مَّرِيْئاً نَّافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাস্ কিনা গায়সাম্ মুগীসাম্ মারীয়াম্ মারীয়ান নাফিয়ান গায়রা দর্রিন আজিলান্ গায়রা আজিলিন্।

বৃষ্টি বন্ধের দুয়া

অতি বৃষ্টি হইয়া ক্ষতির কারণ হইতে থাকিলে নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিতে হইবে। ইনশা আল্লাহ পানি বন্ধ হইয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَ كَامِ وَ الظِّرَابِ وَ بُطُونِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালিনা অলা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি অজ্জারাবি অ বুতুনিল্ আওদীয়াতি অ মানাবিতিশ্ শাজারী।

ইহ্‌রামের নামাজ

যখন ইহ্‌রাম বাঁধিতে চাহিবে তখন অজু ও গোসল করিয়া বিনা সিলাইয়ের নতুন কাপড়ের লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিয়া ও গায়ে দিয়া নিবে। অতঃপর খোশবু লাগাইয়া দুই রাকয়াত ইহ্‌রামের সুন্নাত নামাজ পড়িবে। নামাজ শেষ করিয়া নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে ঃ-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাই কাল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হাম্‌দা অন্ নিয়্‌মাতা লাকা অল্ মুল্‌কু লা-শারীকা লাকা।

ইহ্‌রামের নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْاِحْرَامِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى هٰذِهِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুন্নাতিল ইহ্‌রামি মুতাওজ্জিহান ইলা হাজিহিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ত্বওয়াফের নামাজ

কা'বা শরীফের চারিদিকে সাত বার দৌড়ানোকে 'তওয়াফ' বলা হয়। প্রত্যেক তওয়াফের পর দুই রাকয়াত নামাজ পড়া অয়াজিব হইয়া যায়। এই দুই রাকয়াত নামাজকে 'অয়াজিবুত্ তোয়াফ' বলা হয়।

ত্বওয়াফের নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ وَاجِبِ الطَّوَافِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى هٰذِهِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতি অয়াজিবিথ্ ত্বওয়াফি মুতাওজ্জিহান ইলা হাজিহিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বিজ্ঞপ্তি

ত্বওয়াফের নামাজ 'মাকামে ইব্রাহীম' এর নিকট পড়িতে হয়। এই নামাজের পর মুল্‌তাজাম শরীফের কাছে গিয়া অত্যন্ত বিনয়ীর সহিত সারা জীবনের পাপ মাফের জন্য দুয়া করিবে। সম্ভব হইলে কিছু খয়রাত করিয়া দিবে। এখানে এক টাকা খয়রাত করিলে অন্যস্থানে লক্ষ টাকা খয়রাত করিবার সওয়াব পাইবে।

জানাজার নামাজ

জানাজার নামাজ ফরজে কিফাইয়া। ইহা অস্বীকারকারী কাফের। (দুর্রে মখতার) এই নামাজ একজন আদায় করিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হইয়া যাইবে। অন্যথায় যাহারা সংবাদ শুনিয়া পড়িবে না তাহারা প্রত্যেকেই গোনাহ্‌গার হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত)

জানাজার নামাজে চার তাকবীর। ইহাতে চার ইমাম একমত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চার তাকবীরে জানাজার নামাজ সম্পন্ন করিয়াছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نَعٰی لِلنَّاسِ النَّجَّاشِیَ الْیَوْمَ الَّذِیْ مَاتَ فِیْهِ وَ خَرَجَ بِهِمْ اِلَی الْمُصَلّٰی فَصَفَّ بِهِمْ وَ کَبَّرَ اَرْبَعَ تَکْبِیْرَاتٍ

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মানুষকে নাজ্জাশির মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন, যেদিন নাজ্জাশি ইন্তেকাল করেন এবং মানুষকে ঈদ্‌গাহে লইয়া যান, লাইন করতঃ চার তাকবীরে জানাজার নামাজ আদায় করেন। (বোখারী, মুসলিম)

اَبُوْ حَنِیْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ اَصْحَابَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَسَئَلَهُمْ عَنِ التَّکْبِیْرِ قَالَ لَهُمُ انْظُرُوْا اٰخِرَ جَنَازَةٍ کَبَّرَ عَلَیْهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَوَجَدُوْهُ قَدْ کَبَّرَ اَرْبَعاً حَتّٰی قُبِضَ قَالَ عُمَرُ فَکَبِّرُوْا اَرْبَعاً

হজরত ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে, তিনি ইব্‌রাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত উমার রাদীয়াল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগণকে একত্রিত করিয়া জানাজার তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতঃ বলিলেন - তোমরা শেষ জানাজাটির কথা স্মরণ করো, যে জানাজাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পড়াইয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা চিন্তা করতঃ বলিলেন যে, হুজুর শেষ জীবন পর্যন্ত চার তাকবীর দিয়াছেন। হজরত উমার বলিলেন - তোমরাও চার তাকবীর দিয়া জানাজা আদায় করিবে। (মোসনাদে ইমাম আ'জম)

জানাজার নামাজ পড়িবার নিয়ম

নিয়াত করিবার পর দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত নাভির নিচে বাঁধিবে। অতঃপর সানা পাঠ করিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰی جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ اِلٰهَ غَیْرُكَ

উচ্চারণ ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুমা অবি হামদিকা অ তাবারাকাস্ মুকা অ তায়ালা জাদ্দুকা অ জাল্লা সানাউকা অ লা ইলাহা গায়রুকা"।

ইহার পর হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবার পর যে কোন দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। অবশ্য দরূদে ইব্রাহিম পাঠ করা উত্তম ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرَهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়েদ্বীনা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি সাইয়েদ্বীনা মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা সাইয়েদ্বীনা ইব্রাহীমা অ আলা আলি সাইয়েদ্বীনা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়েদ্বীনা মুহাম্মাদিন অ আলা আলি সাইয়েদ্বীনা মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা সাইয়েদ্বীনা ইব্রাহীমা অ আলা আলি সাইয়েদ্বীনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ইহার পর হাত না উঠাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নিজেদের মুর্দার ও মুমিন সমস্ত স্ত্রী, পুরুষের জন্য দুয়া করিবে। এখানে একটি বিশেষ দুয়া লিপিবদ্ধ করা হইল -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَیِّنَا وَ مَیِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِیْرِنَا وَ كَبِیْرِنَا وَ اُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْیَیْتَهٗ مِنَّا فَاَحْیِهٖ عَلَی الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّیْتَهٗ فَتَوَفَّهٗ عَلَی الْاِیْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (ها) وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (ها)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হাইয়েনা অ মাইয়েতিনা ও শাহিদিনা অ গাইবিনা অ সাগীরিনা অ কাবীরিনা অ জাকারিনা অ উন্‌সানা আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্‌ইহি আলাল ইসলাম অমান তাওয়াফ্‌ ফাইতাহু মিন্না ফাতা ওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তুহ্‌রিমুনা আজরাহু (মুর্দা মহিলা হইলে 'আজরুহা' হইবে) অলা তাফতিন্না বা'দাহু।

মুর্দা যদি পাগল অথবা নাবালেগ হয়, তাহা হ'লে তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً وَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْراً وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَّ مُشَفَّعاً

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাত্বাঁউ অজ্‌য়ালহু লানা যুখরাঁউ অজ্‌য়াল হু লানা শাফিয়াঁউ অ মুশাফ্‌ফায়া। বালিকা মুর্দা হইলে 'হু' এর স্থলে 'হা' বলিতে হইবে। চতুর্থ তাকবীবের পর হাত ছাড়িয়া সালাম ফিরাইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়াহ, বাহারে শরীয়ত)

জানাজার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّ ىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াতু আন উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি সলাতিল জানাজাতি ফারদিল কিফা ইয়াতি আস্‌সানাউ লিল্লাহি তায়ালা অদ্দুয়াউ লিহাজাল মাই ইতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামে নিয়্যাত বিহীন কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক আমলের পূর্বে নিয়্যাত করা শর্ত। হজরত উমার ফারুক (রাদী আল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ একমাত্র নিয়্যাত ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়

(বোখারী, মুসলিম)

নামাজ একটি বিশেষ আমল। অতএব, বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমা

হয় যে, নিয়্যাত ব্যতিত নামাজ মাকবুল হইবে না। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আন্তরিক উদ্দেশ্যই হইল প্রকৃত নিয়্যাত। নিয়্যাত হইল দিল বা অন্তরের কাজ। জবানে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। যদি জবানে উচ্চারণ করা হয় এবং অন্তরে উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তাহা কবুল হইবে না। আর যদি আন্তরিক নিয়্যাত থাকে এবং জবান দিয়া নিয়্যাত বিরোধী কোন শব্দ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন ভয়ের কারণ নাই, নিশ্চয় নামাজ হইয়া যাইবে। কারণ আন্তরিক নিয়্যাত রহিয়াছে।

ফকীহ্‌গণ আন্তরিক নিয়্যাতের সাথে সাথে মৌখিক নিয়্যাত করা উত্তম, বরং মুস্তাহাব বলিয়াছেন। ইহাতে দিল ও জবান, জাহের ও বাতেন এক হইয়া যায়। ফকীহ্‌গণ যাহা বলিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন নয়, বরং উহার সপক্ষে হাদীস রহিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উহার প্রেরণা দিয়াছেন। হজরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন-

اِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَكُوْنُ مُؤْمِناً حَتّٰى يَكُوْنَ قَلْبُهٗ مَعَ لِسَانِهٖ سَوَاءً وَ يَكُوْنُ لِسَانُهٗ مَعَ قَلْبِهٖ سَوَاءً وَ لاَ يُخَالِفُ قَوْلُهٗ عَمَلَهٗ وَ يَا مَنْ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ

নিশ্চয় মানুষ মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অন্তর ও জবান এক না হয় এবং তাহার জবান ও অন্তর এক না হয়, আর তাহার কথা তাহার আমল বিরোধী হইবে না এবং তাহার প্রতিবেশী তাহার থেকে নিরাপদ হইবে। (তারগীব)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন -

لاَ يَسْتَقِيْمُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهٗ وَ لاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهٗ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهٗ

কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবে না যতক্ষণ তাহার অন্তর সোজা না হয় এবং তাহার অন্তর সোজা হইবে না যতক্ষণ তাহার জবান সোজা না হয়। (তারগীব)

জানাজার নামাজের ফজিলত

হজরত আবু হুরাইয়া রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَاناً وَّ اِحْتِسَاباً وَ كَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَ يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখিয়া সওয়াবের আশায় কোন জানাজায় উপস্থিত হইবে এবং জানাজার নামাজ পড়িবে ও দাফনের কাজ সমাপ্ত করিবে, সে ব্যক্তি দুই ক্বীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিবে। প্রত্যেক ক্বীরাত অহুদ পাহাড় সমান। আর যে ব্যক্তি কেবল জানাজার নামাজ পড়িবে এবং দাফনের পূর্বে ফিরিবে সে এক ক্বীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিবে। (বোখারী, মুসলিম)

জানাজার পর দুয়া

জানাজার পর হাত উঠাইয়া দুয়া করা জায়েজ। আমাদের দেশে সর্বত্র জানাজার পর দুয়া করিবার রেওয়াজ রহিয়াছে। বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে এই বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে যে, জানাজাটাই দুয়া। পূনরায় দুয়া করিবার প্রয়োজন কী?

'জানাজা' না দুয়া , না নামাজ। কারণ, রুকু, সিজদা বিহীন নামাজ নাই। এই জন্য জানাজাকে নামাজ বলিয়া আখ্যা দেওয়া ভুল। অনুরূপ জানাজা দুয়া নয়। কারণ, কোন দুয়ার জন্য অজু করা, কিবলার দিকে মুখ করতঃ লাইন করিয়া দাঁড়ানো, তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা, সানা পাঠ করা, নির্দিষ্ট দুয়াগুলি পাঠ করতঃ ডান দিক ও বাম দিক সালাম ফিরানো ইত্যাদি শর্ত নয়। অথচ জানাজার জন্য এই জিনিষ গুলি জরুরী। জানাজাকে দুয়া বলিয়া যদি মানিয়া নেওয়া হয়, তবুও উহার পরে হাত উঠাইয়া দুয়া করা জায়েজ। কারণ, দুয়ার পরে দুয়া করা নাজায়েজ নয়। বিশেষ করিয়া হাদীস পাকে জানাজার পর দুয়া করিবার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ

যখন তোমরা মুর্দার প্রতি জানাজা পড়িবে, অতঃপর তাহার জন্য খালেস

ভাবে দুয়া করিবে। (আবু দাউদ, ইবনো মাজা)

কবরে কাইত্ করিয়া শোয়ানো সুন্নাত

আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থানে মুর্দাকে কবরে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখটা কেবলার দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, ইহা সুন্নাত বিরোধী কাজ। ফতহুল ক্বাদীর, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ ইত্যাদি হানাফী মাজহাবের মশহুর কিতাবগুলিতে বলা হইয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত্ করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাইত্ করিয়া শোয়াইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهٗ قَالَ شَهِدَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اِسْتَقْبِلْ بِهٖ اِسْتِقْبَالاً وَ قُوْلُوْا جَمِيْعاً بِاِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ ضَعُوْهُ لِجَنْبِهٖ تَكُبُّهُ لِوَجْهِهٖ وَ لاَ تُلْقُوْهُ لِظَهْرِهٖ

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তির জানাজায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন - আলী! মুর্দাকে কিবলার দিকে করিয়া দাও এবং সবাই বলো 'বিস্‌মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসু লিল্লাহি' এবং উহাকে কাইত্ করিয়া দাও, চিৎ করিয়া শোয়াইয়া মুখটি ঘুরাইয়া দিওনা। (আল মু'তাসারুজ্ জরুরী, বাদাউস্ সানায়ে)

মুর্দাকে কবরে কাইত্ করিয়া শোয়ানো সর্বসম্মতিতে সুন্নাত। অধিকাংশ স্থানে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর অয়াস্তে যাহারা এই মুর্দা সুন্নাতটি জিন্দা করিবে তাহারা একশত শহীদের সওয়াব পাইবে। আল্ হামদু লিল্লাহ, আমাদের দেশে এই সুন্নাতটি খুবই জিন্দা হইয়া গিয়াছে। এই মসলাতে যাহারা সন্দিহান, তাহাদের জন্য নিম্নে কতিপয় কিতাবের নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠা প্রদান করা হইল। আশাকরি সত্য সন্ধানীদের সকল প্রকার সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র দেহ কবর শরীফে কাইত করিয়া রাখা হইয়াছে। (ফতহুল ক্বাদীর তৃতীয় খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া চতুর্থ খন্ড.....পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় রাশীদিয়া ২৩০ পৃষ্ঠা, খুতবাতে মুহার্রম ৫৪ পৃষ্ঠা)

হানাফী মাযহাবের মশহুর কিতাবগুলিতে কাইত্ করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা-হিদাইয়া প্রথম খন্ড.....পৃষ্ঠা, কাজীখান প্রথম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলামগিরী প্রথম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার দ্বিতীয় খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা, বাহরুর রায়েক দ্বিতীয় খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা, কাঞ্জুদ দাকায়েক ৫৩ পৃষ্ঠা ৩ নং টীকা, বাদাউস সানায়ে প্রথম খন্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা

শাফয়ী মাযহাবে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা- মিনহাজুত্ তালেবীন ২৮ পৃষ্ঠা। মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। উলামায় আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের সহিত শত মসলাতে মতভেদ করিলেও উলামায় দেওবন্দ এই মসলাতে একমত। যেমন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব ফাতাওয়ায় রশীদিয়ায় ২২৮ পৃষ্ঠায় বহু কিতাবের উদ্ধৃতিতে প্রমান করিয়াছেন যে, মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়ানো সর্ব সম্মিতক্রমে সুন্নাত। আশরাফ আলী থানুবী সাহেব বেহেশতী গাওহার ৮৯ পৃষ্ঠায় ও আগ্লাতুল আওয়াম ২২ পৃষ্ঠায় কাইত্ করিবার কথা বলিয়াছেন। অনুরূপ ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ দ্বিতীয় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে।

আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের কয়েক খানা কিতাব। যথা— ফাতাওয়ায় রেজবীয়া চতুর্থ খন্ড.....পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা, কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড ১২৯ পৃষ্ঠা।

কয়েক খানা বাংলা পুস্তক। যথা-মকছোদোল মোমেনিন ১৬৯ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায় সিদ্দিকীয়া প্রথম খন্ড ২০০ পৃষ্ঠা, মসলা ভাণ্ডার পঞ্চম খণ্ড, দাফন কাফনের বিস্তারিত মাসায়েল ২০ পৃষ্ঠা, সাপ্তাহিক মুজাদ্দিদ ২ পৃষ্ঠা ৭ই জুন, ১৯৯০ সাল। প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবগুলি ফুরফুরা পন্থীদের লেখা।

দাফনের পর

দাফনের পর কবরের নিকট দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা, দুয়া ও জিকির আজকার ইত্যাদি করা জায়েজ। বহু হাদীসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে মুর্দার বহু উপকার হইয়া থাকে।

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَ هُوَ فِيْ سِيَاقِ الْمَوْتِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَّ لاَ نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَمَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَ يُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَ اَعْلَمُ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ

হজরত আমরিব্ নিল আস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার পুত্রকে বলিয়া ছিলেন - যখন আমি ইন্তেকাল করিব তখন যেন আমার সহিত মাতম কারিনী ও আগুন না থাকে। অতঃপর যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে তখন তোমরা আমার উপর অল্প অল্প করিয়া মাটি দিবে। তারপর একটি উট জবাহ করিয়া মাংস বিতরণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কবরের চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইহাতে আমি তোমাদের থেকে শান্তি লাভ করিব এবং আমার প্রতিপালকের ফিরিশ্তাদের প্রশ্নের জবাব জানিয়া নিব। (আল্ আজকার, মুসলিম, মিশকাত)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا مَا تَ اَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ وَ اَسْرِعُوْا بِهِ اِلٰى قَبْرِهٖ وَ لْيُقْرَأْ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ

হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমাদের কেহ ইন্তেকাল করিবে, তখন তাহাকে শীঘ্র দাফনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহার মাথার নিকটে সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের নিকট সূরাহ বাকারার শেষাংশ পাঠ করিবে। (বায়হাকী, মিশকাত)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْجَلاَّحِ قَالَ قَالَ لِيْ اَبِيْ يَابُنَيَّ اِذَا وَ ضَعْتَنِيْ فِيْ لَحْدِيْ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ شَنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اِقْرَأْ عِنْدَ رَاْسِيْ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَ خَاتِمَتِهَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ

হজরত আব্দুর রহমান বিন আলা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন - প্রিয় পুত্র! যখন আমাকে কবরে রাখিবে তখন বলিবে, বিসমিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাম। অতঃপর আমার উপর কম কম করিয়া মাটি দিবে। তারপর আমার মাথার নিকটে সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করিবে। নিশ্চয় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এই প্রকার বলিতে শুনিয়াছি। (শরহুস সুদুর)

সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

সূরাহ বাকারার শেষাংশ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

দাফনের পর 'তালকীন' মুস্তাহাব

দাফনের পর মুর্দাকে 'তালকীন' করা উলামায় ইসলাম মুস্তাহাব বলিয়াছেন। স্বয়ং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তালকীন করিবার

প্রেরণা দিয়াছেন। ইমাম জালাল উদ্দীন সিউতী 'শরহুস্ সুদুর' কিতাবে, ইমাম নাবুবী 'আল্ আযকার' কিতাবে, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী 'রুহুল বাইয়ান' এর মধ্যে, সরকারে বাগদাদ হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন' কিতাবে তালকীনের হাদীস নকল করিয়াছেন।

দুর্রে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি ফিক্হের কিতাবগুলিতে তালকীন করিবার কথা বলা হইয়াছে। এখন তাফসীরে রূহুল বাইয়ান পঞ্চম খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা হইতে তালকীনের হাদীসটি নকল করিয়া দেওয়া হইতেছে -

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (اِذَا مَا تَ اَحَدٌ مِّنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَأْسِ قَبْرِهٖ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَسْتَوِىْ قَاعِداً ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةٍ فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ رَحِمَكَ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ و رَسُوْلُهٗ وَ اَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبّاً وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْناً وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيّاً وَّ بِالْقُرْآنِ اِمَاماً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً فَاِنَّ مُنْكَرًا وَّ نَكِيْرًا يَّاْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهٖ يَقُوْلُ اِنْطَلِقْ لاَ نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهٗ فَيَكُوْنُ حَجِيْجُهٗ دُوْنَهُمَا) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ يُعْرَفْ اِسْمُ اُمِّهٖ قَالَ (فَلْيُنْسَبْهُ اِلٰى حَوَّآءَ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম বলিয়াছেন - যখন তোমাদের কোন ভাই ইন্তেকাল করিবে এবং তোমরা তাহার উপর মাটি সমান করিয়া দিবে, তখন তোমাদের কেহ কবরের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর বলিবে - অমুকের পুত্র অমুক! নিশ্চয় মুর্দা ইহা শুনিতে পাইবে কিন্তু উত্তর দিবে না। অতঃপর বলিবে অমুকের পুত্র অমুক! এই বার মুর্দা সোজা হইয়া বসিবে। পুনরায় বলিবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

- অমুকের পুত্র অমুক! এই বার সে বলিবে - আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়েত করেন এবং তোমার প্রতি দয়া করেন। কিন্তু তোমরা তাহা অনুভব করিতে পরিবে না। এইবার বলিবে - তুমি স্মরণ করো সেই শাহাদাত যাহার উপর থাকিয়া তুমি পৃথিবী থেকে বাহির হইয়া গিয়াছো - 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসুলুহু' নিশ্চয় তুমি আল্লাহকে প্রতিপালক বলিয়া, ইসলামকে ধর্ম মানিয়া, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নবী বলিয়া, কুরয়ানকে ইমাম মানিয়া, কা'বাকে কিবলা জানিয়া সন্তুষ্ট। অতঃপর মুনকার ও নাকীর একে অন্যের হাত ধরিয়া বলিবে - চলো, আমরা তাহার নিকট বসিবো না যাহাকে দলীল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। জনৈক ব্যক্তি বলিল - ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি মুর্দার মাতার নাম জানা না যায়? হুজুর বলিলেন - হজরত হাওয়া আলাইহিস্ সালামের দিকে সম্বোধন করিতে হইবে।

তালকীন করিবার নিয়ম

দাফনের পর কবরের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ উচ্চস্বরে পাঠ করিবে। অতঃপর পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে সূরাহ বাকারার শেষাংশ পাঠ করিবে। তারপর তালকীনের বাক্যগুলি আরবী ভাষায় উচ্চস্বরে বলিবে -

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ وَ رَسُوْلُه، وَ اِنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبّاً وَّ بِالْاِسْلاَمِ دِيْناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيّاً وَ بِالْقُرْاٰنِ اِمَاماً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً

উচ্চারণ ঃ "উযকুর মা খরাজ্তা আলাইহি মিনাদ্ দুনিয়া শাহাদাতান আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসুলুহু অ ইন্নাকা রাদীতা বিল্লাহি রব্বাঁউ অ বিল ইসলামি দ্বীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা নাবীয়াঁউ অবিল কুরয়ানি ইমামাঁউ অবিল কা'বাতি কিবলাতান।"

সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ একাধিকবার পড়িলেও কোন দোষ নাই। সূরাহ ইয়াসীন শরীফও পড়িতে পারা যায়। সম্পূর্ণ কুরয়ান শরীফ পড়িতে পারিলে সব চাইতে ভাল হয়। মোট কথা, কবরের কাছে দীর্ঘক্ষণ থাকিয়া ওয়াজ নসীহত জিকির আযকার ইত্যাদিতে মশগুল থাকিলে মুর্দা শান্তিলাভ করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يَّقْعُدَ عِنْدَه، بَعْدَ الْفِرَاغِ سَاعَةً قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَ يُقَسَّمُ لَحْمُهَا وَ يَشْتَغِلُ الْقَاعِدُوْنَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَ الْوَعْظِ وَ حِكَايَةِ اَهْلِ الْخَيْرِ وَ اَخْبَارِ الصَّالِحِيْنَ

একটি উটনী জবাহ করিয়া উহার মাংস বিতরণ করিবার মত সময় পর্যন্ত দাফনের পর কবরের নিকটে বসিয়া কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করা, মুর্দার জন্য দুয়া করা, ওয়াজ নসীহত করা, আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবনী বলা মুস্তাহাব। (আল আযকার)

وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْاَصْحَابُ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُقْرَؤُوْا عِنْدَه، شَيْئاً مِّنَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا فَاِنْ خَتَمُوا الْقُرْاٰنَ كُلَّه، كَانَ حَسَناً

ইমাম শাফয়ী ও শাফয়ী উলামায় কিরামগণ বলিয়াছেন - কবরের নিকটে কুরয়ান শরীফের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। তাহারা আরো বলিয়াছেন সম্পূর্ণ কুরয়ান শরীফ যদি খতম করা হয়, তবে তাহা হইবে উত্তম। (আল আযকার)

দাফনের পর আজান মুস্তাহাব

হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে পদার্পণ করিবার পর ভীষণ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া আজান দিলে তাহার ভয় দূর হইয়া যায়। (খাসায়েসে কোবরা)

যখন মানুষ পৃথিবী থেকে নতুন জগৎ কবরে পদার্পণ করে তখন তাহার মধ্যে ভয় চলিয়া আসে। এই কারণে এবং আরো বিভিন্ন কারণে উলামায় ইসলাম দাফনের পর কবরের কাছে আজান দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন। শাফয়ী মাযহাবের একাংশ আলেম দাফনের পর আজান দেওয়া সুন্নাত বলিয়াছেন। শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনো হাজার আসকালানী এই কথার বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি ইহা সুন্নাত ধারণা করিয়াছে সে সঠি ক বলে নাই। এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের জগৎ বিখ্যাত কিতাব 'রদ্দুল মুহতার' এর মধ্যে আল্লামা শামী যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়

যে, দাফনের পর আজান দেওয়া মুস্তাহাব। আহ্‌লে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বাহ্‌রে শরীয়ত' এর মধ্যে এই আজানকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে 'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর' নামক একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন। এখন উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সেই সমস্ত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইতেছে, যাহাতে দাফনের পর আজান দেওয়া জায়েজ-মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। যথা - (১০ রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা। (২) সহীদুল বিহারী ৯১৩ পৃষ্ঠা। (৩) নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী ৩য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা। (৪) মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪০০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা। (৫) ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা। (৬) বাহারে শরীয়ত খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩১। (৬) নিজামে শরীয়ত ৭৪ পৃষ্ঠা। (৭) জান্নাতী জেওর ২৭৫ পৃষ্ঠা। (৮) আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা। (৯) ইসলামী জিন্দেগী ১১৪ পৃষ্ঠা। (১০) আনওয়ারে শরীয়ত ৩৯ পৃষ্ঠা। (১১) জায়াল হক প্রথম খণ্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা। (১২) ফাতাওয়ায় ফায়জুর রসুল প্রথম খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা। (১৩) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অসায়া শরীপ ১০ পৃষ্ঠা। (১৪) ফাতাওয়া মারকাযে তারবীয়াতে ইফতা ৫৪ পৃষ্ঠা (১৫) ফাতাওয়ায় ফকীহে মিল্লাত প্রথম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা। (১৬) ফাতাওয়ায় আমজাদীয়া প্রথম খণ্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা। (১৭) ফাতাওয়ায় বারকাতী পৃষ্ঠা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়্যাত

ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিল ফাজরি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিল ফাজরি ফারজিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ জোহ্‌রি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়া তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌য়াতাই সলাতিজ্‌ জোহ্‌রি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিজ্ জোহরে সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার

দুই রাকয়াত নফল নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিন্ নাফলি মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল আসরি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল আসরি ফারজিল্লাহি তায়ালা মুতা ওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের তিন রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতি সলাতিল মাগরিবে ফারজিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিল মাগরিবে সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল ঈশাই সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার চার রাকয়াত ফরজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিল ঈশাই ফারদিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ঈসাই সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তিন রাকয়াত বিতিরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসা ল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতি সলাতিল বিতরি অয়াজি বিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত কাবলাল জুমার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাও য়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি কাবলাল জুময়াতি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়াল মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকয়াত জুমার নামাজের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল জুময়াতি ফারদিল্লাহি তায়ালা মুত্তাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত বা'দাল জুমার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াত সলাতি বা'দাল জুময়াতি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত আখিরুজ জোহরের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ اٰخِرِ الظُّهْرِ اَدْرَكْتُ وَقْتَهٗ وَلَمْ اُصَلِّ بَعْدَهٗ مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতি আখিরিজ্ জোহরি আদ্‌রাক্‌তু অয়াত্ত-হু অলাম উসাল্লি বা'দাহু মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকয়াত সুন্নাতুল অয়াক্তের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهاً اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতি সুন্নাতি রাসু লিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ফাতিহায় সিলসিলা

ক্বাদেরীয়া তরীকা অনুযায়ী ফাতিহা করিবার নিয়ম এইরূপ যে, প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর 'শাহারাহ শরীফ' একবার, 'দরূদে গওসীয়া' সাত বার, সূরাহ ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সূরাহ এখলাস সাতবার, আবার দরূদে গওসীয়া তিন বার পাঠ করিবার পর সমস্ত পীরানে পীরগণের আরওয়াহ পাকে সওয়াব রেসানী করিবে। যাহার হাতে মুরীদ হইয়াছে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য দুয়া করিবে। অন্যথায় তাঁহার নাম শাজারাহ শরীফের মধ্যে শামিল করিয়া নিবে।

শাজারাহ শরীফ

ইয়া ইলাহী রহম ফারমা মুস্তফা কে অয়াস্তে
ইয়া রাসু লাল্লাহ করম কিজিয়ে খোদাকে অয়াস্তে
মুশকিলেঁ হাল কার্ শাহে মুশকিল কোশাকে অয়াস্তে
কার বালায়েঁ রদ্ শাহীদে কারবালা কে অয়াস্তে
সাইয়েদে সাজ্জাদকে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে
ইল্মে হক্কদে বাকেরে ইল্‌মে হুদাকে অয়াস্তে
সিদ্‌কে সাদিক কা তাসাদ্‌দুক সাদিকুল ইসলামকার

বে গজব রাজী হো কাযেম আওর রাজাকে অয়াস্তে
বাহরে মা'রূফ অ সার্রি মারূফ দে বেখুদ সারি
জুনদে হক্ক সে গিন জোনাইদ বা সফাকে অয়াস্তে
বাহরে শিবলী শেরে হক্ক দুনিয়াকে কুত্‌তোঁ সে বাচা
এক্‌কা রাখ্ আবদে অয়াহিদ বে রিয়াকে অয়াস্তে
বুল ফারাহ্ কা সাদকা কার গম্‌কো ফারাহ দে হুসন্ অ সায়াদ
বুল হাসান আওর বু সাঈদ সায়াদ যা-কে অয়াস্তে
ক্বাদেরী কার্ ক্বাদেরী রাখ্ ক্বাদেরীওঁ মে উঠা
ক্বাদ্‌রে আব্দুল ক্বাদের কুদরাত নোমাকে অয়াস্তে
আহসা নাল্লাহু লাহু রিজকান সে দে রিজকে হাসান
বান্দায়ে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়াকে অয়াস্তে
নাসরে আবী সালেহ্ কা সাদকায়ে সালেহ্ অ মানসুর রাখ
দে হায়াতে দিঁ মুহীয়ে জান ফেঁজাকে অয়াস্তে
তূরে ইরফান অ উলু' অ হাম্‌দ অ হুসনা অ বাহা
দে আলী মুসা হাসান আহমাদ বাহাকে অয়াস্তে
বাহ্‌রে ইব্রাহীম মুঝ পার নারে গম্ গুল্‌যার কার
ভীক্‌দে দাতা ভিখারী বাদশাকে অয়াস্তে
খানায়ে দিল্‌কো যিয়াদে রূয়ে ঈমাকো জামাল
শাহযিয়া মাওলা জামালুল আউলিয়াকে অয়াস্তে
দে মুহাম্মাদ কে লিয়ে রুজী কার আহমাদকে লিয়ে
খানে ফাদ লুল্লাহ সে হেস্‌সা গাদাকে অয়াস্তে
দ্বীন অ দুনিয়াকে মুঝে বর্কাত দে বর্কাত সে
ইশ্‌কে হক্কদে ইশ্‌কী ইশ্‌কে ইয়তুমা কে অয়াস্তে
হুব্বে আহ্‌লে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদ কে লিয়ে
কার শাহীদে ইশ্‌কে হাম্‌যায়ে পেশওয়া কে অয়াস্তে
দিল্‌কো আচ্ছা তান্‌কে সূতরা জান্‌কো পুর নূর কার
আচ্ছে পেয়ারে শামসে দিঁ বাদরুল উলাকে অয়াস্তে
দোজাহাঁমে খাদেমে আলে রাসুলুল্লাহ কার
হজরত আলে রাসুল মুক্‌তাদা কে অয়াস্তে
নূরে জান অ নূরে ঈমাঁ নূরে কবর অ হাশর দে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুল হুসাইন আহমাদ নূরী লেকা কে অয়াস্তে
কার আতা আহমাদ রেজায়ে আহমাদ মুরসাল মুঝে
মেরে মাওলা হজরত আহমাদ রেজা কে অয়াস্তে
হামিদ অ মাহমুদ আওর হাম্মাদ অ আহমাদ কার মুঝে
মেরে মাওলা হজরত হামিদ রেজা কে অয়াস্তে
সায়ায়ে জুমলায়ে মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার রাহে
রহম ফরমাঁ আলে রহমান মুস্তফাকে অয়াস্তে
বাহরে ইব্রাহীম ভী লুতফ্ অ আতায়ে খাস হো
নূর কে সারকার সে হেস্‌সা গাদা কে অয়াস্তে
আয় খোদা আখতার রেজা কো চারখে পার ইসলাম কে
রাখ দারাখ্‌শাঁ হার ঘাড়ী আপনী রেজা কে অয়াস্তে
আয় খোদা জামাল রেজাকে ইসলামকে গুলশান মে
রাখ দারাখ্‌শাঁ হার ঘাড়ী আপনি রেজাকে অয়াস্তে
সাদকা ইন্ আ' ইয়াঁকা দে সে আঁইন্ ইজ্ ইল্ম অ আমল
আফু ইরফাঁ আঁফিয়াত ইস বে - নাওয়াকে অয়াস্তে

দরূদে গওসিয়াহ্

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ اٰلِهٖ
وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিম্ মা'দিনিল জুদি অল কারামি অ আলিহী অ আসহাবিহী অ বারিক অ সাল্লিম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ্

প্রত্যেক তাসবীহ্ পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। তাসবীহ্গুলি নামাজের পর পাঠ করিবে। প্রত্যেক তাসবীহ একশত বার পাঠ করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফজরে - يَا عَزِيْزُ يَا اَللّٰهُ ইয়া আজীজু, ইয়া আল্লাহ্।

জোহরে - يَا كَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহ্।

আসরে - يَا جَبَّارُ يَا اَللّٰهُ ইয়া জাব্বারু, ইয়া আল্লাহ্।

মাগরিবে - يَا سَتَّارُ يَا اَللّٰهُ ইয়া সাত্তারু, ইয়া আল্লাহ্।

ঈশায় - يَا غَفَّارُ يَا اَللّٰهُ ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহ্।

'নাফী' ও 'ইসবাত' এর জিকির

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' দুই শত বার।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' ছয় শত বার।

اِلَّا اللّٰهُ 'ইল্লাল্লাহ্' চার শত বার।

প্রত্যেক জিকির আরম্ভ করিবার পূর্বে ও পরে তিন বার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

উচ্চস্বরে জিকির করিবার নিয়ম

এই জিকির আরম্ভ করিবার পূর্বে দশবার দরূদ শরীফ, দশবার ইস্তেগফার ও নিম্নের আয়াত পাক তিনবার পাঠ করিয়া নিজের উপর ফুঁক দিবে। অতঃপর উচ্চস্বরে জিকির আরম্ভ করিবে।

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ

উচ্চারণ ঃ ফাজ্কুরনী আজকুরুকুম্ অশ্কুরুলী অলা তাকফুরূন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' দুই শত বার।

اِلَّا اللّٰهُ 'ইল্লাল্লাহ্' চার শত বার।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' ছয় শত বার।

শেষে حَقْ حَقْ 'হাক্ব হাক্ব' এক শত বার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মানুষের 'ক্বালব্' হইল আল্লাহ্র খাস তাজাল্লীগাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বালব্কে গায়রুল্লাহ থেকে পাক না করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র খাস তাজাল্লী আসিবেনা। যখন খাস তাজাল্লী আসিয়া যাইবে এবং বান্দা আল্লাহ্র জিকিরে ফানা হইয়া যাইবে তখন জিকিরের জন্য উল্লেখিত কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকিবেনা।

সালামে রেজা

(১) মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বযমে হিদায়েত পে লাখোঁ সালাম।

(২) শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নাওবাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।

(৩) শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরুদ
নাওশায়ে বযমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম।

(৪) রাব্বি আ'লাকী নিয়মাত পে আ'লা দরূদ
হাক্ব তায়ালা কী মিন্নাত পে লাখোঁ সালাম।

(৫) হাম গরীবোঁকে আক্বা পে বেহাদ্ দরূদ
হাম ফাকীরোঁ কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।

(৬) দুর ও নাজদীক কে সুননে ওয়ালে ওহ্ কান
কানে লায়ালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।

(৭) জিসকে মাথে শাফায়াত কা সহরা রাহা
উস জাবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম।

(৮) জিনকে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুঁকী
উন ভুঁওঁকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।

(৯) জিস তরফ উঠ গেয়ী দম্ মে দম্ আগেয়া
উস্ নিগাহে ইনায়েত পে লাখোঁ সালাম।

(১০) জিস্ সুহানী ঘড়ী চমকা তাইয়ে বাহ্ কা চাঁদ
উশ্ দিলে আফ রোজে সায়াত পে লখোঁ সালাম।

(১১) শাফয়ী মালেক আহমাদ ইমাম হানীফ
চার বাগে ইমামাত পে লাখোঁ সালাম।

(১২) কামেলানে তরীকাত পে কামেল দরূদ
হামেলানে শরীয়ত পে লাখোঁ সালাম।

(১৩) গওসে আজম ইমামুত্ তুক্বা অন্ নুকা!
জাল্ওয়ায়ে শানে কুদরাত পে লাখোঁ সালাম।

(১৪) গওস ও খাজা ও রাজা, হামিদ ও মুস্তফা
পাঞ্জে গাঞ্জে বিলায়তে পে লাখুঁ সালাম।

(১৫) ডাল্দি কালব্ মে আজমাতে মুস্তফা
সাইয়েদী আ'লা হজরত পে লাখুঁ সালাম।

(১৬) মেরে উস্তাদ মাঁ বাপ ভাই বাহেন!
আহলে উল্দো আঁশীরাত পে লাখোঁ সালাম।

(১৭) কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওর
ভেজেঁ সব উন্কী শওকাত পে লাখোঁ সালাম।

(১৮) মুঝ্সে খিদমাত কে কুদসী কাহেঁ হাঁ রেজা
মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম।

রেজবী মুনাজাত

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরি আতাকা সাথ হো
জাব পাড়ে মুশকিল শাহে মুসকিল কোশাকা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী ভূল জাওঁ নাযা কি তাকলীফ কো
শাদিয়ে দীদারে হুসনে মুস্তফা কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী গোরে তীরাহ কি জব আয়ে সাখত্ রাত
উনকে পেয়ারে মুহ্ কি সুবাহ জানফেজা কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী জব পাড়ে মাহশার মে শোরে দারোগীর
আমন দেনে অয়ালে পেয়ারে পেশ্ওয়া কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী জাব জবানেঁ বাহার আয়েঁ পেয়াস সে
সাহেবে কাওসার শাহে জুদ অ আতা কা সাথ হো।

ইয়া ইলাহী সারদ মোহরী পার হো জাব খোরশীদে হাশর
সাইয়েদে বে সায়াকে জিল্লে লেওয়াকা সাথ হো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়া ইলাহী গারমী মাহশার সে জাব ভড়কেঁ বদন
দামনে মাহবুব কী ঠাণ্ডা হাওয়াকা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী নামায় আ'মাল জাব খুলনে লাগেঁ
আয়েব পুশে খালক্ সাত্তারে খতাকা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব বাহেঁ আঁখেঁ হিসাবে জুরুম মে
উন তাবাস্ সুম রিয হুঁটো কী দুয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব হিসাবে খান্দায়ে রেজা রোলায়ে
চাশমে গিরিয়ানে শাফীয়ে মুরতাজাকা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী রং লায়েঁ জাব মেরী বেবাকিয়াঁ
উনকী নীচী নীচী নজরোকি হায়াকা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব চালোঁ তারীক রাহে পুল সিরাত
আফতাবে হাশেমী নূরুল হুদাকা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব সারে শামশীর পার চালনা পাড়ে
রাব্বি সাল্লিম কাহনে ওয়ালে গাম জাদাহ কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জো দুয়ায়েঁ নেক হাম তুঝসে কারেঁ
কুদসিওঁ কে লাব সে আমীন রব্বানা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব রেজা খাবে গেরাঁসে সার উঠায়ে
দৌলতে বেদারে ইশ্কে মুস্তফা কা সাথ হো।

আল্ হামদু লিল্লাহ! আজ তিরিশে শওয়াল ১৪২১ হিজরী অনুযায়ী ছাব্বিশে জানুয়ারী ২০০১ শুক্রবার সকালে 'নফল ও নিয়্যাত' নামক কিতাবটি লিখিবার কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। এখন যদি কিতাবখানা ছাপাইয়া জন সাধারণের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবেই নিজেকে সার্থক মনে করিব। আ-মীন! ইয়া রব্বাল আ'লামীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
২। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্‌ সালাম
৩। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
৪। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
৫। দুয়ায় মুস্তফা
৬। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
৭। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
৮। সেই মহানায়ক কে ?
৯। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
১০। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
১১। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
১২। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
১৩। 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
১৪। মাসায়েলে কুরবানী
১৫। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৬। নারীদের প্রতি এক কলম
১৭। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
১৮। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
১৯। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা— তিনটি সংখ্যা
২০। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
২১। নফল ও নিয়্যাত
২২। দাফনের পূর্বাপর
২৩। 'আল্‌ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
২৪। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
২৫। ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
২৬। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
২৭। দাফনের পরে